অনুপমার প্রেম

নাটক

রঙমহলে অভিনীত

শুভ উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

বাং ১০ই আশ্বিন, ১৩৫২, সন্ধ্যা ৭টায়

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

[illegible]তে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারিগণ

কাহিনী … … অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যরূপ … … শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রযোজক … … „ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক … … নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী

ব্যবস্থাপক … … শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচার সচিব … … „ অখিল নিয়োগী

সুরশিল্পী … … „ অনিল বাগচী

মঞ্চশিল্পী … … „ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মারক … … „ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়

হারমোনিয়ম বাদক ও সঙ্গীত শিক্ষক „ হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ক্ল্যারিওনেট্ … … „ তিনকড়ি দাস

চেলো … … „ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী

তবলা … … „ পূর্ণ দাস

বেহালা … … „ কালীপদ সরকার

পিয়ানো … … „ সুধীর দাস

ট্রাম্পেট্ … … „ অভয় দাস

করতাল … … „ কানাই দাস

আলোক নিয়ন্ত্রক … „ খগেন দে, শ্যাম কর, মন্মথ ঘোষ, তারক দাঁ, ক্ষুদিরাম দাস

রূপসজ্জাকর … … „ নৃপেন রায়, বিভূতি দাস, সুবোধ মুখো, সত্যেন সর্ব্বাধিকারী

দ্রব্যনিয়ন্ত্রক … … „ কেশব ঘোষ

মঞ্চসজ্জাকর … … „ ভূষণ সামন্ত, গৌরী কুণ্ডী, অমূল্য দাস, অমূল্য, কানাই দাস, বাদল, কানাই, ভোলা।

পরিচয়

পুরুষ

জগবন্ধু মিত্র	...	অভিজাত গৃহস্থ
চন্দ্র	...	জগবন্ধুবাবুর একমাত্র পুত্র
রাখাল মজুমদার	...	জগবন্ধু মিত্রের স্বগ্রামবাসী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
সুরেশ	...	ঐ পুত্র
ললিত বসু	...	৺দুর্ল্লভ বসুর একমাত্র পুত্র
যতীন, লালু ও ভুলো	...	ললিতের বন্ধু
বিশ্বম্ভর মুখুজ্যে, সনাতন চক্রবর্ত্তী	...	রাখাল মজুমদারের প্রতিবেশী
রঘু	...	৺দুর্ল্লভ বসুর পুরাতন ভৃত্য
ভোলা	...	জগবন্ধুবাবুর ভৃত্য

জগবন্ধুবাবুর দরোয়ান।

স্ত্রী

অনুপমা, অনুপমার মা, ললিতের মা, চন্দ্রের স্ত্রী।

ভ্রম সংশোধন

৫৯ পৃঃ বিশ্বম্ভরের কথা। দুর্গা দুর্গা......পড়্‌তে পড়্‌তেও পড়্‌ল না। এই কথার পর, সনাতনের কথা। আর শেষে কিনা......এ আহার দিলে!—হইবে। এবং তাহার পর, রাখালের কথা। এঁ্যা! বল কি! ......একদিনও শুনিনি? ভুলক্রমে রাখালের সংলাপটী সনাতনের কথার পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছে।

রঙ্‌মহলের স্বত্বাধিকারী, কীর্তিমান অভিনেতা

পরমশ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

শরৎদা,

আমার নাট্যরূপায়িত প্রথম নাট্য-গ্রন্থ আপনি সাহসের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন বলেই, নাট্যামোদীদের কাছে আজ আমার পরিচয়লাভের সুযোগ হয়েছে। তাই সেদিনের সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে, আমার নাট্যরূপায়িত তৃতীয় গ্রন্থ আপনার হাতে তুলে দিলুম। ইতি

স্নেহধন্য
দেবনারায়ণ গুপ্ত
রবীন্দ্রকুমার শর্মা

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ

জগবন্ধু	...	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
চন্দ্র	..	...	„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাখাল	...	...	„ সন্তোষ দাস
ললিত	...	...	„ মিহির ভট্টাচার্য্য
সুরেশ	...	...	„ ভানু চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বম্ভর	...	...	„ আশু বোস
সনাতন	...	...	„ তুলসী চক্রবর্ত্তী
লালু	...	...	„ বঙ্কিম দত্ত
যতীন	...	...	„ সুশীল ঘোষ
ভুলো	...	...	„ হরিধন মুখোপাধ্যায়
রঘু	...	...	„ বিজয় দাস
ভোলা	...	...	„ গুপী দে
দারোয়ান	..	...	„ বিপিন বোস

অনুর মা	...	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
অনুপমা	...	...	„ রাজলক্ষ্মী (ছোট)
চন্দ্রের স্ত্রী	...	...	„ পদ্মাবতী
ললিতের মা	...	...	„ রাধারাণী
সুরেশের মা	...	...	„ রাণীবালা

শবকুমার সরাই

অনুপমার প্রেম

সূচনা

প্রথম দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান। উদ্যান-সংলগ্ন সরোবরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। অনুপমা একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। একটী মাধবীলতার একগুচ্ছ ফুলসমেত লতানো ডাল বক্ষের মাঝে ধরিল। পরে বেঞ্চির ওপর উপবেশন করিল।

অনুপমা। (দুর্গেশনন্দিনী পুস্তক পাঠ করিতে করিতে) "বিমলা জগৎ সিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন—এমৎসময়ে আম্রকানন মধ্যে তূর্য্য নিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন।- সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে কখনই তূর্য্যধ্বনি হইয়া থাকে না। এত রাত্রেই বা তূর্য্যধ্বনি কেন হয়? দুর্গমধ্যে পাঠান শত্রু—দুর্গমধ্যে পাঠান শত্রু! দুর্গমধ্যে কতলু খাঁর সেনা প্রবেশ করেছে! ওঠ! জাগ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

চন্দ্রের স্ত্রীর প্রবেশ

চন্দ্রের স্ত্রী। সে কি লো!

অনু। এ্যাঁ! বৌদি!

চন্দ্রের স্ত্রী। কি বলছিস্? বাগানের মধ্যে সৈন্য? সে আবার কি?

অনু। সে তুমি বুঝতে পারবে না। এ হাঁড়ি আর বেড়ি নিয়ে সংসার পাতা নয়—যারা প্রেমের বেড়ি পরেছে—তারাই জানে।

চন্দ্রের স্ত্রী। তুই কি বিয়ে না করেই প্রেমের বেড়ি পরেছিস্ নাকি?

অনু। হ্যাঁ। তাই তো আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

চন্দ্রের স্ত্রী। কিন্তু কার প্রেমে পড়লি? শুনি?

অনু। বীরেন্দ্র সিংহ।

চন্দ্রের স্ত্রী। বীরেন্দ্র সিংহ! কে সে?

অনু। সে বীর! সে প্রেমের দেউলের প্রধান পূজারী। প্রাণের জন্যে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রেমের জন্যে সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু পদে পদে তার বাধা। দস্যু কতলু খাঁ তার প্রতিবন্ধক। আমি দেখতে পাচ্ছি বৌদি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—

চন্দ্রের স্ত্রী। বেশ তো, দেখতেই যখন পাচ্ছিস্ তখন না হয় কথাটা তোর দাদাকে খুলেই বলি, তিনি না হয়—

অনু। এ তোমরা বুঝবে না। তোমাদের প্রেম—হাঁড়ি আর বেড়ি নিয়ে, ছেলে আর মেয়ে নিয়ে। স্বামী আর সংসার—তোমাদের প্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

চন্দ্রের স্ত্রী। সে কি লো! স্বামী সংসার নিয়েই তো মেয়ে মানুষের জীবন—

অনু। (পুনরায় পুস্তক পাঠ। সহসা বাহিরের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া) "কিরূপে পালাব? কোনও ত উপায় নাই! কেমন করে বীরেন্দ্র সিংহকে সংবাদ দেব? শৈলেশ্বর! কি করলে! আমা হতে বুঝি সমস্ত মঙ্গল। কিন্তু এ কি! (চীৎকার করিয়া) দুর্গমধ্যে পাঠান শত্রু! দুর্গমধ্যে পাঠান শত্রু! দুর্গমধ্যে কতলু খাঁর সেনা প্রবেশ করেছে। ওঠ, জাগ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

টলিতে টলিতে প্রস্থান

চন্দ্রের স্ত্রী সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

অপর দিক দিয়া অনুর মার প্রবেশ

অনুর মা। বৌমা, অনু কোথায় গেল?

চন্দ্রের স্ত্রী। এতক্ষণ এইখানেই ছিল। বই পড়তে পড়তে আবার সেই রকম বকতে বকতে চলে গেল!

অনুর মা। জানি না আবার একলাটী কোথায় গিয়ে বসে থাকবে? নাঃ! ওকে নিয়ে আর পারি না—

চন্দ্রের স্ত্রী। বল্‌লুম তো মা, ঠাকুরঝির এবার বিয়ে দিন্।

অনুর মা। তা ত দেব। কিন্তু যার তার হাতে ত আর তুলে দিতে পারি না, কিন্তু কার ঘরে মেয়ে বড় নয়, বল মা? তাই বলে ওর মত কি সবাই অমন মন মরা হযে থাকে?

চন্দ্রের স্ত্রী। ঠাকুরঝি কি বলে জানেন মা? ঠাকুরঝি বলে, সে যেন মাধবীলতা—সবে মঞ্জুরিয়া উঠেছে—

অনুর মা। জানিনে বাপু অতশত, আমাদের কালে আইবুড়ো মেয়েদের অত নভেল নাটক পড়াও ছিল না। আর অত ছড়া পদ্যও ছিল না।

চন্দ্রের স্ত্রী। তা যা বলেছেন মা। আমার মনে হয়, ঠাকুরঝি বোধহয় কবি হয়ে উঠবে; সে দিন দেখি, একটা গোপাল ফুল বুকের কাছে ধরে তার দিকে চেয়ে আছে, আর দুটি চক্ষের জলে ভাস্‌ছে!

অনুর মা। এই সব দেখে শুনেই তো ভয় হয় মা। শেষে ও না পাগল হ'য়ে যায়!

চন্দ্রের স্ত্রী। না না। সে ভয় নেই। বিয়ে থাওয়া হ'লেই সব শুধ্‌রে যাবে।

অনুর মা। কি জানি মা—ভরসাও পাইনে। কিন্তু ওকে দেখে আমার সদাই ভয় হয়!

জগবন্ধুবাবুর প্রবেশ। তাঁহার পশ্চাতে ভোলা হাতে মাছ ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

জগবন্ধু। (ভোলার প্রতি) তুই ততক্ষণ যা—গিয়ে পুকুরের ওপারে তালগাছ তলাটায় চার করগে যা।

ভোলা। এই দিকের কদম গাছটার তলায় চার করলে হয় না বাবু?

জগ। না না। যা বল্‌ছি তাই করগে যা। সেদিন ঐ ওপারে তালগাছটার তলায় চার করেছিলাম। মস্ত বড় একটা মাছের টান ধরেছিল। আন্দাজ সের পনের ত হবেই। তুই যা—আর দেরী করিসনে। সন্ধ্যের ঝোঁকে হয় ত একটা গাঁথলেও গাঁথ্‌তে পারে—

ভোলা। তবে তাই যাই। ওপারেই চার করিগে—

জগ। হাঁ হাঁ, তাই যা—(ভোলা চলিয়া গেল। চন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি) বুঝ্‌লে মা, এই নেশাটা আর কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না। মাছ ধরার নেশা, বড্ড নেশা। ছেলেবেলা থেকেই এ নেশায় যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। এই যে খিড়কীর এই পুকুরটা দেখ্‌ছো মা, এটা ছিল একট ছোট্ট ডোবা। শুধু মাছ ধরার জন্তেই পুকুরটাকে এমন করে কাটিয়ে-ছিলাম। আর যেসব পুকুর আমাদের আছে মা, তার থেকে ত আর একটা মাছও পাবার উপায় নেই। পাঁচজনে লুটে-পুটে খায়। তাই সখ করে এই পুকুরটায়—

অনুর মা। ঝাঁটা মারি অমন সখের মাথায়! সারাদিন শুধু মাছ ধরার সখ মিটালেই হবে?

জগ। কেন কি হোল গো?

অনুর মা। হোল আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি, চোখে কি দেখতে পাও না? না কানে শুন্‌তে পাও না? মেয়েটার দিকে যে আর

তাকানো যায় না। সারাদিন কাঁদে! একলাটী বাগানে ঘুরে বেড়ায়—

জগ। তা আর আমি কি করব? এই তো সেদিন ডাক্তার দেখাল্যুম। কিন্তু তিনি বল্লেন, ওর অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি।

অনুর মা। অসুখ বিসুখই যদি না হবে, তবে ও এমন হয়ে যাচ্ছে কেন?

জগ। কেন যাচ্ছে তা কেমন ক'রে জানব?

অনুর মা। তবে মেয়েটা মরে যাক্।

জগ। বলি, এও তো মহাফ্যাসাদের কথা দেখছি—জ্বর নেই, কিছু নেই, শুধু শুধু ও যদি মরে যায় তো আমি কি ধরে রাখব?

অনুর মা। তা রাখবে কেন? মেয়েটা ম'লেই তুমি বাঁচ। আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ একটা মেয়ে, সে যদি না খেয়ে না শুয়ে সারাদিন অমনি ক'রে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, তা হ'লে আর ক'দিন বাঁচবে? হয় তুমি এর একটা বিহিত কর, না হয়, আমি বাগানের পুকুরে ডুবে মরব।

প্রস্থান

জগ। দেখ দেখি মা! এসব অন্যায় রাগ নয়? বলি, বিয়ে বল্লেই তো আর বিয়ে দেওয়া যায় না?

চন্দ্রের স্ত্রী। মা'র কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না বাবা। ঠাকুরঝির জন্যে ওঁর মনটা খারাপ হয়েছে, তাই—

জগ। না, না, মনে আর কি করব? ও ওঁর স্বভাব! কিন্তু কি করি বল? বিয়ের জন্যে চেষ্টাও তো করছি, কিন্তু না হ'লে ত আর জোর ক'রে যার তার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি না—

চন্দ্রের স্ত্রী। সে তো বটেই! সেদিন ঘটক ঠাকুর যে পাত্রটীর কথা বলেছিলেন তার কি হলো বাবা?

জগ। পাত্রটি মন্দ নয়। এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। বাড়ী ঘরও আছে। তাঁরা শীগ্‌গিরই একদিন মেয়ে দেখতে আসবেন বলে জানিয়েছেন। যাই ভোলাকে বলি, ছিপ্‌টা তুলে আনতে। তোমার শাশুড়ী যে রকম রেগেছেন মা, এর ওপর মাছ ধর্‌লে একটা কাণ্ড বাধবে!

নেপথ্যে অনুপমার গান

না ফুটিতে বুঝি মনের মুকুল
অকালে ঝরিয়া যায়—
আধ পথ গিয়া প্রেমধারা সখি,
মরুতে শুকাল হায়!

ঐ যে অনু আস্‌ছে? আচ্ছা, আমি যাই মা—আমি যাই। তুমি ওকে একটু চোখে চোখে রেখো মা। আইবুড়ো মেয়ে সর্ব্বদাই ওর জন্যে ভাবনা।

প্রস্থান

চন্দ্রের স্ত্রী বাগানের একপাশে একটা গাছের আড়ালে সরিয়া গেলেন

গান গাহিতে গাহিতে অনুপমার প্রবেশ

না ফুটিতে বুঝি মনের মুকুল
অকালে ঝরিয়া যায়—
আধ পথ গিয়া প্রেমধারা সখি,
মরুতে শুকাল হায়!
তুই বাঁধিতে হৃদয় চাঁদে
পড়িলি পিরীতি ফাঁদে।
অন্তর প্রেম হোল যে বিরাগ
আঁখি ধারা বয়ে যায়!

(ক্রন্দন বেগ)

অনু। (গীতান্তে) স্বামী! দেবতা আমার! তুমি আমাকে নাও বা না নাও, তুমি আমার দিকে ফিরে চাও বা না চাও, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

চন্দ্রের স্ত্রী গাছের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া কথাগুলি শুনিয়া ধীরে ধীরে অনুপমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনুপমা তাহা লক্ষ্য করিল না। আপনমনে যথারীতি বলিয়া যাইতে লাগিল

এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাব, তখন দেখব এই সতী-সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল—

চন্দ্রের স্ত্রী পিছন হইতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

(সলজ্জে) কে?

চন্দ্রের স্ত্রী। বলি, সতীসাধ্বী কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?

অনুমার নিরুত্তর

ভাবি ঠাকুরজামাইএর সঙ্গে নাকি?

অনু। (বিরক্তভাবে) মনের কথা লুকিয়ে শোনা ভারি অন্যায়!

চন্দ্রের স্ত্রী। অন্যায় তো বটেই। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কথা কওয়া আবার তার চেয়ে অন্যায়—

অনু। বাঃ রে! কথা আবার কার সঙ্গে কয়েছি? আমি ত একলা আপন মনেই বলছি—

চন্দ্রের স্ত্রী। একা একা! তা হ'লে তো লক্ষণ মোটেই ভাল নয় ভাই—

অনু। বলি খারাপ লক্ষণটা কি দেখ্‌লে শুনি ?

চন্দ্রের স্ত্রী। লক্ষণ আগাগোড়াই খারাপ! আলু-থালু বেশবাস! রুক্ষ চুল—তাহে শুষ্ক ফুল! কিন্তু সত্যি কি হ'য়েছে বল্ দেখি ?

অনু। কিছু হয়নি—

চন্দ্রের স্ত্রী। হয়েছে বৈ কি! লুকুলে তো চল্‌বে না ? ও বয়সে অমন একটু আধটু সকলেরই হয়—

অনু। (সবিস্ময়ে) কি হয় ?

চন্দ্রের স্ত্রী। ফুল ভাল লাগে, চাঁদ ভাল লাগে—সরোবরের পদ্ম, মরাল, কোকিলের কুহুতান আরও কত কি ?

অনু। যাও, বকো না।

প্রস্থানোন্মত। সহসা চন্দ্রের স্ত্রী অনুপমাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

চন্দ্রের স্ত্রী। সত্যিই বল্ দেখি, তোর কেমন বর পছন্দ ?

অনু। জানিনে—

চন্দ্রের স্ত্রী। জানিস্ বৈ কি! বল্ না ? লজ্জা কিসের ? আমি বড় ভাজ। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, সময় থাক্‌তে বল্, আমি ব'লে করে সেই রকমই ব্যবস্থা করব।

অনু। কর্‌বে ? সত্যি ?

চন্দ্রের স্ত্রী। সত্যি।

অনু। তবে বল্‌ব ?

চন্দ্রের স্ত্রী। বল্।

অনু। শোন, আমার বর হবে ঠিক বীরেন্দ্রসিংহের মত।

চন্দ্রের স্ত্রী। বীরেন্দ্রসিংহ ? সে আবার কে রে ? কোথায় বাড়ী ?

অনু। নাঃ! তুমি একেবারে সেকেলে! বলি—"দুর্গেশনন্দিনী"—

চন্দ্রের স্ত্রী। ও তাই বল্? আমাদের গাঁয়ের দুর্গেশ নন্দীর কথা বল্‌ছিস্? কিন্তু তার সঙ্গে কি করে হবে রে! তারা যে আলাদা জাত!

অনু। নাঃ! তোমাকে বোঝাতে পারবো না। একখানা বইয়ের পাতাও উল্টাওনি, তার আর জান্‌বে কি ক'রে? তোমাদের গাঁয়ের দুর্গেশ নন্দী নয়—"দুর্গেশনন্দিনী।"

চন্দ্রের স্ত্রী। ও! তা বল্? আমি ভাবলাম বুঝি! তা যাক্—বীরেন্দ্রসিংহ বুঝি—খুব ভাল দেখ্‌তে?

অনু। হ্যাঁ। খুব সুপুরুষ! বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীতে তা অপরূপ হ'য়ে উঠেছে! সুশ্রী, সুন্দর, সুপুরুষ কিন্তু শয়তান কতলু খাঁ—উঃ!

যেন অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল

চন্দ্রের স্ত্রী। (অনুকে ধরিয়া) কি হোল ঠাকুরঝি! কি হোল?

অপর দিক দিয়া অনুর মাতার প্রবেশ। তিনি চন্দ্রের স্ত্রীকে অমন করিয়া ডাকিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন

অনুর মা। অনুর কি হোল বউ-মা? অমন করছে কেন?

অনু। (মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া) না, কিছু হয় নি।

অনুর মা। তবে অমন করছিলি কেন মা?

অনু। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল—

অনুর মা। তা মাথা ঘোরার আর কি দোষ বল্? সারাদিন খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, মুখে হাসি নেই—

চন্দ্রের স্ত্রী। বিয়েটা হ'য়ে যাক্। মুখে আপনিই হাসি ফুটে উঠ্‌বে মা! কিন্তু জামাই আপনার দেখতে খুব ভাল না হ'লে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

অনুর মা। কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার খুব ভাল দেখতে হবে।

অনু। (পায়ের নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে) বিয়ে আমি করব না মা—

অনুর মা। আহা! মা যেন আমার যোগিনী সেজেছেন!

চন্দ্রের স্ত্রী। বিয়ে হ'লে ও সাজ আর থাকবে না মা। তার ওপর দুটো একটা ছেলেমেয়ে হ'লে তো আর কথাই নেই। কিন্তু ঠাকুরঝি কি বল্লে শুন্লেন?

অনুর মা। কি বল্লে?

চন্দ্রের স্ত্রী। বল্ছে—ও বিয়ে করবে না।

অনুর মা। (হাসিয়া) বিয়ে করবে না?

চন্দ্রের স্ত্রী। না।

অনুর মা। আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু, আর দেরী করিস্‌নে অনু, অত মাথা ঘুরছে, দুধটুকু জ্বাল দেওয়া রয়েছে—খাবি আয়।

প্রস্থান

চন্দ্রের স্ত্রী। (অনুর প্রতি) কি লো তুই বিয়ে করবি নে?

অনু। না। কিছুতেই না।

চন্দ্রের স্ত্রী। কেন?

অনু। যাকে তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই—বিয়ে নয়। মনের মিল না হ'লে বিয়ে করাই ভুল।

চন্দ্রের স্ত্রী। গছিয়ে দেওয়া আবার কি লো! গছিয়ে দেবে না তো কি মেয়ে মানুষে দেখে শুনে পছন্দ করে বিয়ে করবে নাকি?

অনু। নিশ্চয়ই।

চন্দ্রের স্ত্রী। তবে তোর মতে তোর দাদার সঙ্গে আমার বিয়েটা ভুল হয়ে গেছে বল্? বিয়ের আগে তো কখন তোর দাদার নাম পর্য্যন্ত শুনিনি।

অনু। সবাই কি তোমার মত?

চন্দ্রের স্ত্রী। তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে নাকি?

অনু। বৌ—ঠাট্টা করছ নাকি? এখন কি ঠাট্টা করবার সময়?

চন্দ্রের স্ত্রী। কেন লো! কি হয়েছে?

অনু। কি হয়েছে? তবে শোন।

দু'চোখ বুঁজাইয়া আঁচলের কাপড় গাছকোমর করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। বড় বৌ ভয়ে তিন হাত পিছাইয়া গেলেন—নিমেষের মধ্যে অনুপমা বাগানের মধ্যস্থিত বেঞ্চের পায়া খুব শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধ-নেত্রে চীৎকার করিয়া বলিতে সুরু করিল

প্রভু! স্বামী! প্রাণনাথ! জগৎসমীপে আমি আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব,-তুমিই আমার প্রাণনাথ, প্রভু! তুমি আমার—আমি তোমার, এ বেঞ্চির পায়া নয়—এ তোমার পদযুগল। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি। এখনও তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, কার সাধ্য প্রাণ থাকতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে? মাগো—জগজ্জননী! (ঢলিয়া পড়িল)

চন্দ্রের স্ত্রী। (সভয়ে) ন্যাকামী করতে করতে সত্যিই মূর্চ্ছা গেল নাকি! (চীৎকার করিয়া) ওমা মা, শীগ্‌গির আসুন, দেখুন, ঠাকুরঝি কেমন ধারা করছে!

অনুর মা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া কন্যার মাথাটী কোলে তুলিয়া লইলেন

অনুর মা। কি হয়েছে বৌমা? আবার কি হোল?

চন্দ্রের স্ত্রী। ঠাকুরঝি আবোলতাবোল বক্‌তে বক্‌তে কি রকম হয়ে গেল!

অনুর মা। (কাঁদিয়া) ওরে! আমার অনুর কি হোল রে!

মাতার চীৎকারে চন্দ্র ছুটীতে ছুটীতে প্রবেশ করিল

চন্দ্র। কি হোল মা? কি হলো?

অনুর মা। এই ছাখ্ বাবা, অনু আমার কি রকম হ'য়ে গেছে!

চন্দ্র। তাই তো—হঠাৎ এ রকম হ'ল কি করে?

অনুর মা। কি জানি বাবা, একটা ডাক্তার ডাক্—

চন্দ্র। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি ততক্ষণ বাতাস কর, জল দাও—আমি ডাক্তারকে দেখি—

চন্দ্রের স্ত্রী। (স্বামীর প্রতি) ডাক্তার ডাকৃতে হবে না। ওসব আদিখ্যেতা!

চন্দ্র প্রস্থানোদ্যত। সহসা অনুপমা চোখ চাহিল

অনু। আমি কোথায়?

অনুর মা। বাবা চন্দ্র, অনু আমার কথা কয়েছে—

চন্দ্র। জ্ঞান হয়েছে?

অনু। আমি কোথায়?

অনুর মা। কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।

অনু। ওঃ—তোমার কোলে! আমি ভাবছিলাম কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আমি যেন তাঁরই সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি—

অনুর মা। কেন কাঁদছিস্ মা? কার কথা বল্‌ছিস্?

অনু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কতলু খাঁ! কতলু খাঁ!

চন্দ্রের স্ত্রী। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও—আর কোন ভয় নেই—ঠাকুরঝি ভাল হয়েছে—

চন্দ্র প্রস্থান করিলেন

আপনি যান মা—ঠাকুরঝির জন্যে দুধটুকু নিয়ে আসুন—আমি ততক্ষণ বস্‌ছি—

অনুর মা অনুপমাকে ধরিয়া বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন

অনুর মা। আচ্ছা—আমি এক্ষুনি নিয়ে আস্‌ছি—

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রের স্ত্রী। সত্যি বল্ দেখি ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হোস্?

অনু। সুখ দুঃখ আমার কাছে কিছুই নেই—সেই আমার স্বামী।

চন্দ্রের স্ত্রী। তাত বুঝলাম। কিন্তু কে সে?

অনু। বল্লুম তো—সে বীর, বীরেন্দ্র সিংহ! দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট, সে বীর!

চন্দ্রের স্ত্রী। বীর তাত বুঝলাম। কিন্তু সে বীর পুরুষটী কোথায় থাকেন?

অনু। এই গ্রামেই।

চন্দ্রের স্ত্রী। এত বড় বীর গ্রামে থাকে! অথচ আমরা জানি না?

অনু। কি করে জান্‌বে? চোখ চেয়ে দেখ্‌লে ত? কেন ও পাড়ার মজুমদার বাড়ী—

চন্দ্রের স্ত্রী। কোন্ মজুমদার? রাখাল মজুমদার? তার ছেলে?

অনু। হ্যাঁ সে ঠিক, ঠিক যেন বীরেন্দ্র সিংহ!

অনুর মাতা একবাটী দুধ লইয়া প্রবেশ করিলেন

অনুর মা। (অনুর প্রতি) এই দুধটুকু খেয়ে নে মা।

অনু। দুধ আমার ভাল লাগে না—

অনুর মা। ভাল না লাগলেও যে মুখে দিতে হবে মা। কি চেহারা হয়েছে দেখ দেখি ?

চন্দ্রের স্ত্রী। রাখাল মজুমদারের ছেলে সুরেশের সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়ে দিলে হয় না মা ?

অনুর মা। রাখাল মজুমদারের ছেলে ?

চন্দ্রের স্ত্রী। সুরেশ ছেলেটী ভাল। তা ছাড়া শুনেছি ভালভাবে পাশও করেছে—আর তা ছাড়া আমরা খরচপত্র করব। ঠাকুরঝিও তো দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়—

অনুর মা। বেশ। না হয় কাল সকালেই একবার রাখাল মজুমদারের বাড়ী যাব। এই দুধটুকু তুমি খাইয়ে দাও মা—

চন্দ্রের স্ত্রী। (দুধের বাটী হাতে লইয়া) আপনি যান্—আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

অনুর মার প্রস্থান

নে ঠাকুরঝি, দুধটুকু খেয়ে নে—

অনু। না।

চন্দ্রের স্ত্রী। শুন্‌লি তো সুরেশের সঙ্গেই—

অনু। দাও—

দেখা গেল অনুপমা দুধের বাটি মুখে তুলিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাখাল মজুমদারের বাটীর একটী কক্ষ। সামান্য আসবাব দ্বারা কক্ষটী সজ্জিত। কক্ষটি শূন্য। রাখালবাবু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

রাখাল। সুরেশ—সুরেশ—

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। আমায় ডাক্‌ছেন ?

রাখাল। হ্যাঁ বাবা। আমি বল্‌ছিলাম কি, পরীক্ষার তো খবর বেরুলো—এবার একটা—

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—যা হোক্ এবার একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নেওয়া।

রাখাল। না—না আমি সে কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি কি তোমার পরীক্ষার তো খবর বেরুলো। ভালভাবে পাশ করেছো শুনে জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী নানারকম ফলমিষ্টি নিযে তত্ত্ব করতে এসেছেন। আসবেনই তো—গ্রামের মুখোজ্জ্বল ছেলে তুমি, তাই বলছিলাম বাবা, আর তো দেরী করা চলে না—এবার তো একটা বিয়ের চেষ্টা দেখতে হয়—

সুরেশ। কিন্তু আপনারা এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন বাবা ?

রাখাল। তাড়াতাড়ি আবার কি কর্‌ছি ? ছেলে উপযুক্ত হলেই তার বিয়ে দিতে হবে—এ শাস্ত্রের বিধি। তোমাদের চেয়ে অল্প বয়সেই যে আমাদের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু সে দিনকাল আর নেই। তাই সময় বুঝে—আর, পাছে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি

হয়, সেইজন্যেই আমরা এতদিন চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু এখন তো আর শুভকাজ ফেলে রাখতে পারি নে!

সুরেশ। কিন্তু বাবা আমি ভাবছিলাম এখনও তো চাকরী-বাকরী কিছু হয়নি। এই সময়ে একটা বিয়ে করে বিপন্ন হওয়া—

রাখাল। বিপন্ন! বি-এ পাশ করে যদি একজনকে ড়'টো খেতে দিতে না পার, তা হ'লে মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ঠেলগে যাও!

সুরেশ। না না, আমি সে জন্য ভয় করি না। তবে তাড়াতাড়িতে না দেখে-শুনে একটা যা-তা বিয়ে করা—

রাখাল। যা-তা বিয়ে! বল্‌ছো কি! তুমি ভালভাবে পাশ করেছো শুনে—জগবন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে করেছেন। তাই তো গিন্নি নিজে এসেছেন—

সুরেশ। কিন্তু এখন বিয়ে করবার আমার একটুকু ইচ্ছে নেই।

রাখাল। ইচ্ছে নেই? তুমি ইচ্ছে নেই বল্‌লেই হবে? বড় মানুষের ঘরে সম্বন্ধ—দু' পয়সা পাওনাথোওনা আছে। এমন সম্বন্ধ মানুষে ছাড়ে?

সুরেশ। কিন্তু টাকার লোভে যেখানে-সেখানে—

রাখাল। যেখানে-সেখানে টাকার লোভে? ভাল বংশ সদ্‌বংশ দেখে দিচ্ছি না?

সুরেশের মাতার প্রবেশ

সুরেশের-মা। কি গো! হলো কি?

রাখাল। হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমার ছেলে বল্‌ছে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

সুরেশের-মা। চুপ কর গো, চুপ কর। চেঁচামেচি করো না। পাশের ঘরে মেয়ের মা বসে রয়েছেন।

রাখাল। তাহলে তুমি তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে বলে দাও। এখন যেন আর অমত না করে—

সুরেশের-মা। বাবা সুরেশ, আমাদের কথা রাখ্ বাবা। মেয়ের মা এসে পাশের ঘরে বসে রয়েছেন—তাঁর একমাত্র মেয়ে—কত সাধ-আহ্লাদ! তোকে দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। তুই পাশ করেছিস্ শুনে, সঙ্গে করে কত ফল মিষ্টি এনেছেন। কথা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন যদি আমাদের ওপর বিরক্ত হোস্—

সুরেশ। তোমরা আমাকে ভুল বোঝ' কেন মা? সত্যিই কি আমি তোমাদের ওপর রাগ করি? না বিরক্ত হই? তবে গ্রামে ঘরে বিয়ে করা—

রাখাল। গ্রামে ঘরে বিয়ে সে তো আরো ভাল। চেনা-জানা ঘর—

সুরেশের মা। মেয়ের মাকে একবার দেখা দে বাবা!

রাখাল। লেখাপড়া শিখেছো—তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাবে এই আমি চাই। তিনি উপযাচক হয়ে আমাদের বাড়ী এসেছেন—

সুরেশের মা। সে আর তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে না। সুরেশ আমার তেমন ছেলে নয়। বাবা সুরেশ, একটু দাঁড়া বাবা—আমি ওঁকে ডেকে আনি—

রাখাল। তা হ'লে তুমি ওঁকে ডেকে এনে, ছেলে দেখাও—আমি ততক্ষণ একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি—

প্রস্থান

সুরেশের মা। (উচ্চৈস্বরে) এস দিদি—

সুরেশের মা প্রস্থানোদ্যত

সুরেশ। মা—

সুরেশের মা। আমায় ডাকলি বাবা?

সুরেশ। হ্যাঁ। তোমরা যে বিয়ের সব পাকাপাকি করতে যাচ্ছো—কিন্তু আমার সুবিধে অসুবিধেটা একবারও দেখছো না?

সুরেশের-মা। তোর আর অসুবিধে কি বাবা! অসুবিধে তো আমার। তোর বিয়ে দিলে তবু আমার সংসারের সুবিধে হয়। সারাদিন একলাটি থাকি; তবু তোর বৌ এলে—

অনুপমার মাতার প্রবেশ

এস ভাই, এস—এই আমার সুরেশ।

সুরেশ অনুপমার মাতাকে প্রণাম করিল

অনুর-মা। বেঁচে থাক—সুখে থাক। বেশ ছেলে—খাসা ছেলে!

সুরেশের-মা। যা বাবা তোর কাজে যা—

অনুর-মা। হাঁ, হাঁ! তুমি এসো বাবা। তোমাকে আর কষ্ট দেব না।

সুরেশের প্রস্থান

অনুর-মা। দেখ দেখি, আমার মেয়ের পয়—

সুরেশের-মা। তা ত দেখ্‌ছি—

অনুর-মা। একবার বিয়ে হোক, তারপর দেখো—তোমার ছেলে রাজা হবে। অনু যখন আমার জন্মায়, তখন একজন গণৎকার এসে গুণে বলেছিল যে, অনু আমার রাণী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকে নি। থাকবে না।

সুরেশের মা। কে বলেছিল?

অনুর-মা। একজন সন্ন্যাসী।

সুরেশের-মা। আর একটা কথা ভাই, তুমি তোমার জামাইকে একখানা কলকাতায় বাড়ী কিনে দিও।

অনুর-মা। এ আর বেশী কথা কি! চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে ব'লেই জানি। কিন্তু অনুরও তো ধরতে গেলে কর্ত্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত। আমি বেঁচে থাকলে ও তাও পাবে—

সুরেশের-মা। আহা! তাই হোক্, ওরা রাজা-রাণী হয়ে সুখে থাক্। আমরা যেন দেখে মরি।

অনুর-মা। আহা! তাই বল ভাই, তাই বল। কিন্তু লেখাপড়া জানা ছেলে, ছেলের একবার মত নেওয়া উচিত ত?

সুরেশের-মা। না না। সে ভয় নেই। একজামিন্ হ'য়ে গেছে। ভালভাবে পাশ করেছে, এখন আর বিয়েতে অমত করবে না।

অদূরে রাখালবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁহার আগমনে সলজ্জে

অনুর-মা। ওমা! কর্ত্তা আসছেন যে! আমি যাই—তা হলে ওঁকে পাঠিয়ে দেব, দিনক্ষণ ঠিক করার জন্যে। কেমন?

সুরেশের মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দিও।

অনুর মাতার প্রস্থান

অপর দিক দিয়া রাখালবাবুর প্রবেশ

রাখাল। হ্যাগা! জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন?

সুরেশের-মা। হ্যাঁ।

রাখাল। ছেলে দেখালে?

সুরেশের-মা। হ্যাঁ, সুরেশ নমস্কার করলে, তিনি কত আশীর্ব্বাদ করলেন।

রাখাল। সবই তো হলো, এখন টোপ্ গিললে হয়—তোমার ছেলে যে একরোখা।

সুরেশের-মা। না গো না, আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো।

রাখাল। ওঁরা বেশ খরচপত্র করবেন কি বল? হাজার হোক একমাত্র মেয়ে! কিন্তু হাতছাড়া না হয়ে যায়!

সুরেশের-মা। সে ভয় নেই, ওরা পাশের খবর পেয়ে একেবারে ভাবে তদ্গদ হয়ে গেছে। আর দেখ, একটা কথা বলে ফেলেছি—

রাখাল। কি কথা? পাওনা-থোওনার কথা?

সুরেশের-মা। হ্যাঁ।

রাখাল। খাট বিছানা?

সুরেশের-মা। না গো না, একখানা বাড়ীর কথা—

রাখাল। (সোল্লাসে) এ্যাঁ! বাড়ী? তুমি বললে? আমি তোমায় এই কথাটা শিখিয়ে দেব—বল্‌বো বল্‌বো মনে করেও বলতে পারি নি—কি রকম যেন চক্ষুলজ্জা হলো। তোমার কিন্তু একটুও চক্ষুলজ্জা নেই—হাঃ হাঃ হাঃ! তারপর বেয়ান ঠাকরুণ রাজী হলেন তো?

সুরেশের-মা। হ্যাঁ। বললেন তা আর দেব না। আমার অনুরও তো ধরতে গেলে কর্ত্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত! আমি বেঁচে থাকলে অনু আমার তাও পাবে।

রাখাল। তা বেয়ানের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়—বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। আহা! তাই হোক—আমার সুরেশকে নিয়ে ওরা যেন ভোগ-দখল করে।

সুরেশের-মা। বোধহয় জগবন্ধুবাবু আজই আবার তোমার কাছে আসবেন দিনস্থির করতে।

রাখাল। তাই বুঝি বল্লেন?

সুরেশের-মা। হ্যাঁ।

রাখাল। কিন্তু এর পর আবার যদি তোমার ছেলে অমত করে? তাহলে?

সুরেশের-মা। না গো না—বল্‌ছি তো, তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর দেখি। যাই, ওদিকে আবার দেখিগে—বেয়ান বাড়ীর প্রথম তত্ত্ব, পাড়ার পাঁচজনকে যাহোক দুটো একটা দিতে হবে তো?

প্রস্থানোদ্যত

রাখাল। বড়লোকের বাড়ী ছেলের বিয়ের পাকাপাকি হয়েছে এ সংবাদটি তাড়াতাড়ি জাহির না করলে বুঝি আর তোমার চল্‌ছে না? শেষে একটা ভাংচি-টাংচি পড়ুক আর কি! কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! তার চেয়ে চুপি চুপি জিনিষপত্রগুলো ভাঁড়ারে তোলগে যাও—

সুরেশের-মা। তবে তাই যাই।

প্রস্থান

সুরেশের প্রবেশ

রাখাল। এই যে বাবা! এইমাত্র আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখ বাবা, সনাতন চক্কোত্তি ম'শায় বল্‌ছিলেন রঘুনাথপুরের স্কুলের জন্যে নাকি একজন মাষ্টার দরকার। তুমি যদি ঐ চাকরাটা নাও তাহলে চক্কোত্তি মশায়কে বলে কয়ে—

সুরেশ। বি-এতে ফার্ষ্ট হয়ে ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারী করবো! আপনি বল্‌ছেন কি বাবা?

রাখাল। কেন? দেশে ঘরে থেকে রোজগার! একি অমন্দ?

সুরেশ। আমি ঠিক করেছি, চাকরী আমি করবো না।

রাখাল। চাকরী করবে না? তবে কি করবে?

সুরেশ। আমি স্কলারশিপ্‌ পেয়েছি। মনে করেছি সেই টাকায় বিলেতে গিয়ে পড়বো।

রাখাল। তুমি বিলেত যাবে?

সুরেশ। ইচ্ছে আছে।

রাখাল। প'ড়ে প'ড়ে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। গেরস্ত ঘরের ছেলে যাহোক বি-এটা পাশ করেছ—এখন একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নিয়ে ঘর সংসার কর; তা নয়, বিলেত যাব। বলি বিলেত তো যাবে, ঘরে ফিরে এসে যে প্রায়শ্চিত্ত করবার টাকাও জুটবে না।

সুরেশ। বিনা পয়সায় যখন এ সুযোগ পেয়েছি, তখন দোষ কি বাবা?

রাখাল। নাস্তিক বেটা কোথাকার! আবার তর্ক করে, বলে দোষ কি? পরের পয়সায় বিষ পেলেও কি খেতে হবে নাকি?

সুরেশ। বিলেত যাওয়া আর বিষ খাওয়া কি এক হলো?

রাখাল। হলো না? এক দিকে জাত খোয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপর দিকে বিষ ভোজন—এক নয় কি? বলি চুল চুল মি'ল গেল না কি? অকাট্য যুক্তি কর খণ্ডন?

সুরেশ। জানি না—আপনাদের রক্ষণশীল মনোভাব। অনর্থক তর্ক করে অশান্তি বাড়াতে চাই না।

প্রস্থান

রাখাল। বি-এ তে ফার্ষ্ট হয়ে ব্যাটার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসে—কেমন যুক্তি দিলাম। বলি ওগো! ও বাড়ীর মধ্যে—শুনছো—

সুরেশের মার প্রবেশ

সুরেশের-মা। কি গো?

রাখাল। তোমার ছেলে বিলেত যেতে চায়!

সুরেশের-মা। সে কি গো! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে! বিলেত যাবে কি গো?

রাখাল। না না, তুমি জান না ওরা সব পারে! ইংরিজি লেখাপড়া শিখে ও নাস্তিক হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে—ও না পালিয়ে যায়! দেখ, দেখি, কি মুস্কিলে পড়লুম! আমার মুখে চুনকালি দিতে ও-না আবার জগবন্ধুবাবুর কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেয়! আচ্ছা, আমি নিজে যাব একবার জগবন্ধুবাবুর কাছে?

সুরেশের-মা। তুমি যাবে কিগো! তুমি ছেলের বাপ!

রাখাল। হলামই বা ছেলের বাপ, এদিকে যে সব ফেঁসে যায়! তা ছাড়া তিনি গাঁয়ের জমীদার। গিন্নি নিজে এসেছিলেন আমার বাড়ীতে—তাঁর সম্মান রাখতে আমি না হয় একবার গেলুমই—তাতে দোষটা কি? না—না—ও ছেলেকে আমার বিশ্বাস নেই। জগবন্ধুবাবুর সঙ্গে ওর দেখা হবার আগে—আমি কথাটা পাকা করে আসি। আমি চল্লুম—আমি চল্লুম—

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাটীর সংলগ্ন উদ্যান

জগবন্ধুবাবু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে অনুর মা

জগ। ডাক—ডাক—অনুকে ডাক, চন্দরকে ডাক—

অনুর-মা। কেন গো—কি হলো? একে ডাক, ওকে ডাক বলে চেঁচাতে চেঁচাতে একেবারে বাগানে এলে—বলি ব্যাপার কি?

জগ। আহা-হা! বলি, বুঝ্‌তে পারছো না—সব যে ঠিক-ঠাক্ হ'য়ে গেল!

অনুর-মা। কিসের কি ঠিক হল গো?

জগ। অনুর বিয়ের গো—অনুর বিয়ের—

অনুর-মা। তাহলে সব পাকা কথা হয়ে গেল ?

জগ। হ্যাঁ গো! নইলে কি আর এত ব্যস্ত হচ্ছি ?

অনুর-মা। সুরেশ রাজী হয়েছে ? কথা দিয়েছে ?

জগ। কথা না দিলে, রাজী না হলে কি আর এমন করে হাঁক-ডাক করি ? পাকা কথাবার্ত্তা সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গেল। এখন আস্তে আস্তে গোছগাছ করে নিতে হবে। অনুকে আমার বাছা বাছা জিনিষ দেব। নিজে দেখে পছন্দ করে। রাখালবাবুকেও সে কথা বল্লুম। আমার একমাত্র মেয়ে ওকে নিয়ে সাধ-আহ্লাদের আমি কোন ত্রুটী করবো না। রাখালবাবু বল্লেন, বেয়ানও সে কথা বলে গেছেন। আর হাজার পাঁচেক টাকাও নাকি তুমি দেবে বলে এসেছ ?

অনুর-মা। হ্যাঁ! তোমাকে না জানিয়েই সে কথা বলে এসেছিলাম। ভাবলাম কি, টাকার লোভে যদি মেয়েটাকে নিতে চায়। তাই—

জগ। বেশ করেছ! বেশ করেছ। অমন ছেলে! গাঁয়ে আর সুখ্যাতি ধরে না। অনুর আমাদের পছন্দ আছে—পছন্দ আছে। চল আর দেরী নয়—ফর্দ্দ করিগে—চন্দরকে ডাক—বৌমাকে ডাক—

ব্যস্তভাবে উভয়ের প্রস্থান

অপরদিক দিয়া চন্দ্রের স্ত্রীর সহিত অনুপমার প্রবেশ। তাহার হাতে ফুল। অনুপমা গান গাহিতেছিল।

গীত

আমার গানের সুরে
তোমারে কি পাব ফিরে—
তুমি কি আসিবে প্রিয়
আমার জীবন ঘিরে॥

তুমি মাধবীলতার সম
ঘিরে আছ মনোরম
প্রণোর দেউলে খুঁজি
ভাসায়োনা আঁখি নীরে।
যে ছবি এঁকেছি মনে
দোলা দেয় ক্ষণে ক্ষণে
উতলা পবন স্বপন ভাঙ্গিয়া
চলে যায় ধীরে ধীরে—

অনু। (গীতান্তে) কতলু খাঁ--কতলু খাঁ—

চন্দ্রের স্ত্রী। কতলু খাঁ? সে আবার কে লো?

অনু। সে দস্যু! প্রেমের মর্য্যাদা দিল না! প্রেমের সম্মান দিল না! হায় বিমলা!

চন্দ্রের স্ত্রী। তোর হেঁয়ালী রাখ। কি যে বলিস্ কিছুই বুঝতে পারি না। বিমলা, বীরেন, কতলু—ওসব আবার কে?

অনু। প্রেমের পরশে নাটককে গড়ে তুললো ওরাই—ফাঁসীর রশিকে শ্রদ্ধায় বরণ করে নিল—

চন্দ্রের স্ত্রী। কি জানি ভাই, তোর কথা তুই জানিস্। আমরা মুখ্যু মানুষ। অত শত বুঝিনে। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী এই ত জানি। বীরেন্দ্র, কতলু এদের কথা ত কখনো শুনিনি, আর জানিও নে।

অনু। বই পড়, জান্‌তে পারবে। কত হারামণি খুঁজে পাবে। দেখতে পাবে কত ফুল সৌরভ বিলিয়ে অকালে ঝরে গেল! কত ধূপ আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হল, কিন্তু পূজা পেল না!

চন্দ্রের স্ত্রী। ও! বুঝেছি। কিন্তু ধূপ হয়ে আর পুড়তে হবে না লো! ধূপ হয়ে আর পুড়তে হবে না। পূজারী ঠাকুর এলো বলে—

অনু। আচ্ছা বৌদি তোমার তো বিয়ে হয়েছে—তুমিই বল—স্বামীর কাছ থেকে তুমি কি যথার্থ মর্য্যাদা পেয়েছো ?

চন্দ্রের স্ত্রী। (আশ্চর্য্য হইয়া) মর্য্যাদা! সে আবার আমি পাব কি লো ? তোর দাদা কুলীন—মর্য্যাদা তো তাঁর। আমি বরং তাঁকে খাওয়াব দাওয়াব, তাঁর সেবা-যত্ন করবো—এই তো জানি। তিনি দাসী বলে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন।

অনু। এঁ্যা! সেকেলে! একেবারে সেকেলে ?

ব্যস্তভাবে ভোলার প্রবেশ

ভোলা। দিদিমণি, বৌদিদিমণি আপনারা শীগ্‌গির এস—

চন্দ্রের স্ত্রী। কেন রে ?

ভোলা। ফর্দ্দ করতে হবে না ? কর্ত্তাবাবু যে ডাকছেন। দিদিমণির যে বিয়ে! সব ঠিকঠাক্—

চন্দ্রের স্ত্রী। তাই নাকি ? আচ্ছা তুই যা—আমি যাচ্ছি।

ভোলার প্রস্থান

চন্দ্রের স্ত্রী অনুপমার হাত ধরিয়া বলিল—

আয়! যাক্—অনেক সাধ্যি-সাধনার পর তবে মাথায় ফুল পড়েছে!

অনু। মাথার ফুল যে পড়বে তা আমি জানতাম।

চন্দ্রের স্ত্রী। কেমন করে জান্‌লি ? চিঠি-পত্র চল্‌তো নাকি ?—

অনু। প্রেম অন্তর্যামী! আমাদের চিঠি-পত্র অন্তরে অন্তরেই চলতো—

চন্দ্রের স্ত্রী। ধন্যি মেয়ে তুই! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন!

ললিত শিস্ দিতে দিতে যাইতেছিল। হঠাৎ বাগানের পাঁচিলে উঠিল। অনুপমা চন্দ্রের স্ত্রীর সহিত চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া

অনু। আবার কতলু খাঁ!

চন্দ্রের স্ত্রী। সে কি লো? তুই যে ছাই কি সব বিদ্‌ঘুটে নাম বলিস্ কিছুই বুঝতে পারি না। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—

অনু। তোমরা ছাই কিছুই বুঝ্‌তে পার না—ঐ দেখ—

পাঁচিলের উপর ললিতকে দেখাইয়া দিল।

চন্দ্রের স্ত্রী। ও! তাইতো! দুর্ল্লভ বোসের সেই বখাটে ছেলে ললিতটা না? আয় ঘরে যাই—

অনু। ললিত? ললিত না ছাই—তুমি কতলু খাঁ—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্ল্লভ বসুর বাটীর বাহিরের ঘর

একটী তক্তপোষের উপর ললিতের বন্ধুবান্ধবেরা আড্ডা জমাইয়া বসিয়া আছে। ভুলো হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছে। লালু তাস মিলাইতেছে ও যতীন খিড়িতে চরোস মিশাইতেছে। পার্শ্বে একটী ভাঙ্গা আলমারীতে মদের বোতল ও গ্লাস

ভুলোর গান

ফুল তুল্‌তে গিয়ে বিঁধ্‌লো কাঁটা
ভোলা হোল না।
আঙুলে যে দাগ রহিল, তারে
যায় কি গো ভোলা?”

লালু। ললিতটা কোথায় গেল বল্ দিকিনি? সেই কখন এসে বসে রয়েছি অথচ তার দেখাই নেই!

ভুলো। দেখা পাবে কি করে ? সে কি আর বাড়ীতে আছে ? দেখগে যাও—এতক্ষণ হয় তো জগবন্ধুবাবুর বাগানের পাঁচিলে বসে আছে।

লালু। কেন ? সেখানে আবার কি হলো ?

ভুলো। সে সব তুই বুঝ্‌তে পারবি নি। যা কচ্ছিস্—তাই কর্।

ললিতের প্রবেশ

যতীন ও লালু। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক !

ভুলো। গৃহস্বামীকে আর আসতে আজ্ঞা করতে হবে না। পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিয়েই আছে—

লালু। তা যা বলেছিস্। (তিনখানি তাস একসঙ্গে মিলাইয়া) ট্রায়ও—

ভুলো। হতচ্ছাড়া ! সারাদিন শুধু তে-তাস মিলোচ্ছে—

লালু। তুমিই বা কি রাজকার্য্য করছো ? সারাদিন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো আর গো-গ্রাসে গিল্‌ছো !

ভুলো। বেশ কর্‌ছি। আমি কি শালা তোর মত জুয়াড়ী ? যে ট্রাই লাক্—ট্রাই লাক্ করবো ?

ললিত। এই ভুলো আবার চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ?

ভুলো। তাই বল্ না মাইরি ! একখানা ঠুংরী ধরেছি কি শালা জুয়াড়ী চীৎকার সুরু করলে—ট্রায়ও ! নেলো শালা কোনদিন হাতে দড়ি পরাবে তবে ছাড়বে !

ললিত। যা বলেছিস্। পকেটে শালার দিনরাতই তাস।

ভুলো। নেলো শালা মলে ওকে তাসের চিতে সাজিয়ে দেব—

লালু। আর তুই মলে তোকে হারমোনিয়াম আর তব্‌লার খোল দিয়ে পোড়াব।

যতীন। তা পোড়াস্। এখন আয়—মশলা তৈরী, পোড়াবি আয়—

ভুলো। দূর্ দূর্—ও চরোস আর খাব না। গলা খারাপ হয়ে যাবে।

যতীন। আহা! কি মিষ্টি গলা রে! তার আবার খারাপ হয়ে যাবে—

লালু। (বিড়ি বাহির করিয়া) যা বলেছিস্। দে রে যতে, আমার এটায় একটু মশলা পুরে দে—

ললিত। আমায়ও একটা দিস্।

যতীন। (কান হইতে বিড়ি লইয়া) এই যে নে। তোর নামে আগেই একটা নিবেদন করে রেখেছি।

ললিত বিড়ি ধরাইল—ভুলো কোঁচার খুঁটে নাক ঢাকা দিল

ভুলোর রকম দেখ্। আবার নাকে কাপড় ঢাকা দেওয়া হচ্ছে! কত ছোট কল্‌কে ফাটালে তার ঠিক নেই—এখন আবার চরোসের গন্ধে নাকে কাপড় দেওয়া হচ্ছে!

ললিত। যা বলেছিস্ যতে—ভুলোর আবার সবতাতেই বাড়াবাড়ি!

লালু। যেন ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! না খেল্‌বে তাস পাশা—না করবে কোন নেশা। শুধু গাধার মতন সারাদিন চীৎকার করবে!

ভুলো। মুখে লাগাম দিয়ে কথা কইবি নেলো—নইলে—

হারমোনিয়ামের উপরের ঢাক্‌না উঠাইয়া

ললিত। এই তোরা আরম্ভ কর্‌লি কি! বলি এটা ভদ্রলোকের বাড়ী না কি?

সহসা ললিতের মাতার প্রবেশ। পশ্চাতে রঘু।

ললিতের মা। আমার মনে হয় তোর বন্ধুদের সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তোর মুখ চেয়ে আমি ওদের দয়া করে বস্‌তে দি বলে ওরা যে যা ইচ্ছে তাই করবে—তা হবে না। তুই ওদের চলে-

যেতে বল্। ভদ্রলোকের ছেলেদের দরোওয়ান দিয়ে তাড়াবার ইচ্ছে আমার নেই।

প্রস্থান

লালু। কি? আমাদের ডেকে এনে অপমান করলি?

রঘু। বলি মানের ভয় তোমাদের আছে নাকি?

লালু। কি? আমাদের মান নেই?

রঘু। না। নইলে হাসপাতালের রোগীর মত চোপোরদিনরাত এখানে পড়ে থাক?

ললিত। তুমি এখন এখান থেকে যাও রঘুদা।

রঘু। দাঁড়াও। আগে এদের বিদেয় করি—তবে তো যাব।

লালু। কি? যা ইচ্ছে তাই বল্‌বে—তবে রে রাস্কেল!

লালু মারিতে উদ্যত হইল

রঘু। কি? আবার হাত তোলা? তবে রে—

রঘু একটি চেয়ার তুলিয়া মারিতে উদ্যত হইল

যতীন। এই চল্ সব চল্। ছোটলোকের সঙ্গে আর ঝগড়া কর্‌তে হবে না।

ভুলো। যা বলেছিস্, চল্—চল্।

লালু। হ্যাঁ হ্যাঁ চল্। আমরা আর আসবো না। কিন্তু দেখবো আমাদের দরকার হয় কি না?

(ভুলো, লালু ও যতীন প্রস্থান করিল। রঘুও তাহাদের পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেল)

ললিত। ব্যাপারটা কি? ভদ্রলোকের ছেলেদের তাড়িয়ে দেওয়া! বলি, আমি কি বাড়ীর কেউ নই?

ললিতের মার প্রবেশ

ললিতের মা। কি বল্‌ছ ললিত ?

ললিত। আমার বন্ধুবান্ধবদের এইভাবে অপমান করার তোমার কোন অধিকার নেই।

ললিতের-মা। যাদের মানের ভয় নেই, তাদের অপমান করার অধিকার শুধু আমার কেন, বাড়ীর ঝি চাকরদেরও আছে।

ললিত। বেশ, তবে তুমি তোমার ঝি চাকরদের নিয়েই থাক। আমি এখান থেকে চলে যাই।

ললিতের-মা। তুমি যদি এখানে থেকে শান্তি না পাও, যেতে পার। কিন্তু যেখানেই যাও, কুসঙ্গ ত্যাগ করে ভাল জায়গায় ভালভাবে থাকবার চেষ্টা কর।

ললিত। আমার ভাল মন্দ আর তোমায় দেখতে হবে না। আমার যা ভাল, আমি তাই করব। তুমি যখন চাও না আমি এখানে থাকি, তখন আমার যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাব—

ললিতের-মা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আর বোধকরি সংসারে আমার চেয়ে তোমার আপন কেউ নেই। কিন্তু আমার চেয়েও যদি তোমার বন্ধুবান্ধবেরা বেশী আপন হয়ে থাকে—আর তাদের কাছে যদি তুমি বেশী শান্তি পাও, যেতে পার। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু মনে রেখো—আমি তোমায় আর একটী পয়সাও দিতে পারব না।

ললিত। কি ? টাকা পয়সা দেবে না ? কিন্তু কার পয়সা তুমি দেবে না শুনি ? বলি, টাকা পয়সা আমার বাবা জমিয়ে রেখে গেছেন—না তোমার বাবা জমিয়ে রেখে গেছেন ?

ললিতের-মা। না আমার বাবা সে দুর্ভাগ্য করেন নি। তোমার বাবাই সে দুর্ভাগ্য করেছেন। তাইত ভাবি, কার জন্যে তিনি টাকা জমি-জরাৎ করে গেলেন? এর চেয়ে যদি একটা অনাথ আশ্রমও তিনি করে যেতেন—

ললিত। তা হ'লে খুব ভাল হ'ত? না? তোমার ছেলে খেতে না পেয়ে ভিখিরীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়াত? তুমি তাই চাও কি না? তোমাকে আর আমার একটুও বিশ্বাস নেই—দাও, আমার টাকা দাও, যে দিকে দু' চোখ যায় চ'লে যাব।

ললিতের-মা। বেশ। যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। কিন্তু আমি তোমায় আর একটী পয়সাও দেব না।

ললিত। কি দেবে না? কার পয়সা তুমি দেবে না শুনি?

ললিতের-মা। ইতরের মত চীৎকার করো না ললিত। আমি যে ক'দিন বেঁচে আছি, টাকা পয়সায় তোমার একটুও অধিকার নেই—

ললিত। কি অধিকার নেই?

ললিতের-মা। না।

ললিত। তবে দেখ আছে কি নেই—লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে নেব—

প্রস্থানোদ্যত—ললিতের মা বাধা দিয়া

ললিতের-মা। (আঁচলের চাবি খুলিয়া) দাঁড়াও, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও। তোমার বাপের টাকা তুমি যেমন ইচ্ছে খরচ করো, আমি আর বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।

ললিত। কোথায় যাবে শুনি?

ললিতের-মা। (কাঁদিয়া) তা জানিনে। আত্মঘাতী হ'লে কোথায় যেতে

হয় তা কেউ জানেনা। তবে শুনেছি সদ্‌গতি হয় না। কিন্তু কি করব—এ ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই! যেমন কপাল তেম্‌নি হবে ত?

ললিত। তুমি আত্মঘাতী হবে মা!

ললিতের-মা। না হ'লে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধরে আমার ত সব সুখই হল? এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুন-কুণ্ড ঢের ভাল!

কাঁদিতে লাগিলেন

ললিত। মা তুমি আমাকে এইবারটী মাপ কর। আর আমি এমন কাজ কখনও করব না।

ললিতের-মা। তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব তারা সব যাবে কোথায়?

ললিত। আমি টাকাকড়ি বন্ধুবান্ধব কাউকে চাইনে মা, আমি কাউকে চাইনে—শুধু তুমি থাক।

ললিতের-মা। তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

ললিত। আমি তোমার অধম সন্তান। কিন্তু তাই ব'লে কি কখন অবিশ্বাসের কাজ করেছি মা? এখন থেকে তুমি হাতে তুলে যা দেবে তার বেশী আমি এক পয়সাও চাইব না।

ললিতের-মা। তোমাকে একটী আধ্‌লাও হাতে ক'রে তুলে দিতে ইচ্ছে হয় না, কেন না এক বছর দেড় বছরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ,তার অর্দ্ধেকও তুমি কখনো তোমার জীবনে রোজগার করতে পারবে না।

ললিত। বেশ, তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

ললিতের-মা। না। অতটা তুমি সইতে পারবে না তা আমি জানি, আর

অত কষ্টও আমি তোমাকে দিতে চাইনে। মাসে একশ টাকা পেলে তোমার চলবে কি ?

ললিত। বলেছি ত মা, তুমি আমায় যা হাত তুলে দেবে তাতেই চল্‌বে।

ললিতের-মা। বেশ। তবে তাই হবে।

প্রস্থান

ললিতমোহন একাকী কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে ভাঙ্গা আলমারীর মধ্য হইতে একটী মদের বোতল বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল। রঘু প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিল

রঘু। এত লোকের মরণ হয়, আর আমার মরণ হয় না ? যম একেবারে ভুলে আছে ?

ললিত। কেন ? অকালেই মরণ কামনা কেন রঘুদা ?

রঘু। সাধে কি আর মরতে চাই ? তোমার অবস্থা দেখে যে এক তিলও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না ?

ললিত। কেন ? আমার আবার কি হোল ?

রঘু। কি যে হয় নি আমি কেবল তাই ভাব্‌ছি। তোমার ঐ বন্ধু হতভাগাগুলোকে যেমন ক'রে তাড়ালাম, তেমনি করে ঐ অখদ্যে নেশাটাকে তাড়াতে পারি—

ললিত। তাহলে আমি কি নিয়ে থাকব রঘুদা ?

রঘু। কেন ? বিয়ে থাওয়া করে ঘর-সংসার কর—

ললিত। ঘর-সংসার ! বিয়ে-থাওয়া ! কিন্তু এমন সোণার চাঁদকে মেয়ে দেবে কে ?

রঘু। তুমি যদি কথা দাও তো, পাশের বাড়ীতে না হয় কথাটা একবার পাড়ি।

ললিত। পাশের বাড়ী? বিয়ের কথা পাশের বাড়ীতে?

রঘু। হ্যাঁ। জগবন্ধুবাবুর মেয়ে ঐ খুকীর সঙ্গে—

ললিত। কিন্তু ওরা এই অপদার্থ মাতাল মূর্খটার সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন?

রঘু। খুব দেবে। তুমি যদি রাজী থাক তো কথাটা না হয় একবার পাড়ি—

ললিত। অমন কাজও ক'র না রঘুদা, অমন কাজও ক'র না। ঘেয়ো কুকুরকে কেউ কি কখনও বাড়ীতে স্থান দেয়? ছেই ছেই দুর্ দুর্ ক'রে তাড়িয়ে দেয়—ও দূর থেকে দেখাই ভাল।

প্রস্থানোদ্যত

রঘু। কিন্তু আবার যাচ্ছ কোথায়?

ললিত। নেশা করতে। নতুন নেশা করতে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

রঘু। বুঝেছি। কিন্তু দেখ, আর যাই কর তোমায় মানা করে দিচ্ছি—আজ থেকে আর তুমি ওদের পাঁচিলে উঠো না।

ললিত। কেন? ভাঙা পাঁচিল বলে? তার ভয় নেই রঘুদা, নেশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঠিক থাকে, ছাড়লেই মুস্কিল!

রঘু। আমার কথা শোন, পাঁচিলে উঠো না।

ললিত। ভয় নেই, পড়ে যাব না—

ললিত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাটীর সংলগ্ন উদ্যান

অনুপমা দুর্গেশনন্দিনী বইটী চোখের সম্মুখে ধরিয়া হাসিতেছিল,
এমন সময় চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর প্রবেশ

চন্দ্রের-স্ত্রী। বরের সুখ্যাতি গ্রামে ধরে না কিনা, তাই—

অনু। আমার মত সতীসাধ্বী স্ত্রী যার, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে—

চন্দ্রের-স্ত্রী। নভেল নাটক পড়ে পড়ে সত্যিই তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সতীসাধ্বী, বলি তবু, এখনও বিয়ে হয় নি—

অনু। জগৎ জানে না বটে, কিন্তু বিয়ে আমাদের অনেকদিনই হয়ে গেছে—

চন্দ্রের-স্ত্রী। সে কি লো?

অনু। হাঁ। অন্তরে অন্তরে বহুদিনই আমাদের পূর্ণ মিলন হয়ে গেছে—

চন্দ্রের-স্ত্রী। ওকথা আমায় যা বল্লি, তা বল্লি। কিন্তু আর কাউকে বলিস্ নি যেন। লোকে শুন্‌লে বলবে থিয়েটারের এ্যাক্‌টো কচ্ছিস্। এমন করলে লোকে পাগল বলবে যে!

অনু। বলুক—আমি প্রেমে পাগল!

ললিতকে পাঁচিলে উঠিতে দেখিয়া চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর পলাইবার উদ্যোগ করিল

অনু। (চন্দ্রের স্ত্রীর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া) অমন ক'রে পালাচ্ছ যে বৌদি?

চন্দ্রের স্ত্রী। (সভয়ে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া) ঐ ছ্যাখ্‌—

অনুপমা দেখিল, ললিত পাঁচিলের উপর বসিয়া আছে

অনু। (থামিয়া) ও! তা পালাচ্ছ কেন?

চন্দ্রের স্ত্রী। আমার ভাই মাতাল দেখ্‌লে বড্ড ভয় করে! আমায় ছেড়ে দে, আমি যাই—

চন্দ্রের স্ত্রী একরকম জোর করিয়াই আঁচল ছাড়িয়া পলাইল

অনু। (হাসিয়া) দাঁড়াও—দাঁড়াও—ভয় নেই!

ললিত। উনি অমন করে চলে গেলেন যে?

অনু। মাতাল দেখ্‌লে ওঁর বড্ড ভয় করে—

ললিত। ও! কিন্তু তুমি ত ভয় কর না?

অনু। না। মাতালটা একদিন আমায় বাঁচিয়েছিল কিনা—

ললিত। কিন্তু কেন বাঁচিয়েছিল জান?

অনু। জানি। আত্মহত্যা করা পাপ ব'লে—

ললিত। না। তোমাকে আমার ভাল লাগে ব'লে। তোমাকে ভালবাসি ব'লে।

অনু। তুমি আমাকে ভালবাস বলে, সেদিন ডুবে মরতে দাওনি?

ললিত। হ্যাঁ। সত্যিই ভালবাসি! তুমি আমায় বিশ্বাস কর—

অনু। তুমি শয়তান! তুমি অধম!

ললিত। শুধু অধম? আমি নরাধম! কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে লাভ হল এই যে তোমার দাদা এখন আমাকে কোতল্‌ করতে চান। অথচ আইবুড়ো মেয়ে তুমি একটা ঠুন্‌কো প্রেমের নেশায় ডুবে মরতে গিয়েছিলে—

অনু। তোমার ভালবাসায় পড়ার চেয়েও ডুবে মরাও ছিল ভাল। কেন তুমি আমাকে বাঁচালে ?

ললিত। বুঝতে পারি নি। এখন দেখ্‌ছি না বাঁচালেই ছিল ভাল।

অনু। কিন্তু আজ বারণ ক'রে দিচ্ছি। আর কোন দিন পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা ক'র না—

ললিত। জমির সীমানা বজায় রাখ্‌তে পাঁচিলটা শুনেছি আমার বাবাই খরচ করে গাঁথিয়েছিলেন—

অনু। তোমার বাবা খরচ ক'রে গাঁথিয়েছিলেন জমির সীমানা বজায় রাখবার জন্যে। কিন্তু হনুমানের মত ওর ওপর বসে থাকবার জন্যে গাঁথিয়েছিলেন কি ?

ললিত। তা বলা যায় না। বাবা ত আর ছেলেটীকে মানুষ ক'রে যেতে পারেন নি। হয়ত এমনতর একটা কিছু হব বলেও করে যেতে পারেন !

হাসিতে লাগিল

অনু। আপনি ত আচ্ছা নির্লজ্য বেহায়া ! যে কথা শুন্‌লে মানুষ রাগ করে আপনি সে কথা শুনে হাসছেন !

ললিত। এটাই আমার বিশেষত্ব। এই একটু আগে রঘুদাকেও ঠিক ঐ কথাই বলে এলাম।

অনু। খুব বাহাদুরী ! লজ্জা যার নেই সে আবার মানুষ ?

ললিত। তা নেই বলেই ত দুঃখ নেই। আর ডুবে মরতেও ইচ্ছে নেই—

অনু। তুমি কত্‌লু খাঁ—

ললিত। তার মানে ?

অনু। মানে, তুমি আমার শত্রু—

[illegible] দারওয়ানসহ চন্দ্রবাবুকে আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল

ললিত। বেশত ঝগড়া করছিলে! পালালে যে!

(সুরে) "মরম ব্যথা কব লো কারে—
আছি মরমে মরে।"

সহসা চন্দ্রবাবুকে আসিতে দেখিয়া ললিত থতমত খাইয়া গেল। চন্দ্রবাবুর হাতে বন্দুক। তিনি ললিতকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকটী তুলিতে যাইবেন এমন সময় জগবন্ধুবাবু ভিতর হইতে "চন্দ্র—চন্দ্র" চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন ও চন্দ্রের হাতের বন্দুক চাপিয়া ধরিলেন

জগবন্ধু। ছিঃ! ছিঃ! কর্‌ছ কি?

চন্দ্র। ছেড়ে দিন। রাস্‌কেল্‌টাকে আজ শেষ করে দি। যাতে পাঁচিলে ও আর না উঠতে পারে।

জগ। কিন্তু তাই বলে জীবন নিয়ে শাসন! তুমিও যে রেহাই পাবে না বাবা। (ললিতের প্রতি) নামো—নামো বল্‌ছি—ফের্ যদি তোমায় দেখি ত—

ললিত। না। গুলি যখন কর্‌লেন না, তখন আর নয়। নেমেই যাই—

ললিত ধীরে ধীরে নামিয়া গেল

চন্দ্র। কিন্তু ওকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হ'ল না বাবা—

জগ। কিন্তু কি করব? এক পাঁচিলে বাস করে ত আর বিবাদ কর্‌তে পারিনে। ও যদি মানুষ হবে, ওর যদি বুদ্ধিই থাকবে, তা হলে কি আর ওর এমন হয়? ওর বাপ্ দুর্ল্লভ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। অনু যে দিন জন্মায়, তার পরের দিন দুর্ল্লভের কাছে আমি ওকে চেয়েছিলুম জামাইরূপে কিন্তু—

চন্দ্র। ঐ মূর্খ, ঐ মাতালটাকে?

জগ। পেট থেকে পড়েই কেউ আর মূর্খ হয় না—মাতাল হয় না। তাই মানুষ অনেক কিছুই আশা করে। ও যা হতে পারত, তা হল না বলেই ত সম্বন্ধটা ভেঙে গেল বাবা!

চন্দ্র। কিন্তু ভদ্রলোকের যা হওয়া উচিত ছিল—তা যখন হয় নি, তখন ওকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার। আপনি বলছেন কি বাবা? ওর জন্যে মেয়েদের বাগানে আসবার উপায় নেই! আমি ওকে কিছুতেই ছাড়্‌ব না—(দারওয়ানের প্রতি) এই চল্ থানামে!

চন্দ্র দারওয়ানসহ প্রস্থানোদ্যত। জগবন্ধুবাবু বাধা দিয়া

জগ। চন্দ্র শোন। এই নিয়ে আর হাঙ্গামা কর না।

চন্দ্র। না। আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না। ওকে আমি জেলে দেব—(দারওয়ানের প্রতি) এই আয়—

ব্যস্তভাবে দারওয়ানের সহিত প্রস্থান

জগ। চন্দ্র শোন—শোন—

জগবন্ধু প্রস্থানোদ্যত—অনুর মাতার প্রবেশ

অনুর-মা। কি গো! ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের?

জগ। আর বলো না—দু'দণ্ড যে শান্তিতে থাকব তার উপায় নেই। এইমাত্র চন্দ্র আর এক কাণ্ড করে বসলো!

অনুর-মা। সে কি!

জগ। হাঁ। ললিতকে জেলে পাঠাবে বলে, থানা পুলিশ করতে গেল!

অনুর-মা। কেন কি করেছে সে?

জগ। নিত্যকারের মত আজও পাঁচিলে উঠেছিলো। চন্দ্র তাকে গুলী করে মারতে আসে। আমি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলাম বলে খুন খারাপিটা হলো না। কিন্তু তবুও তাকে থামাতে পারলাম না। পুলিশ কেস্ করতে গেল।

অনুর-মা। আহা! বিধবার একমাত্র সন্তান, জেল হাজতে দিলে লোকে নিন্দে করবে যে!

জগ। নিন্দে তো করবেই। কিন্তু কি করবো বল? চন্দ্র হয়েছে—ঠিক ওর মার মত। বড্ড জেদী, বড্ড একরোখা!

অনুর-মা। নেশা ভাঙ্ করুক, আর যাই করুক, ক্ষতি তো কারুর করে নি। আর তা ছাড়া পাঁচিলটা ওদেরই—ওরা যদি ওঠে আমরাই বা কি করতে পারি?

জগ। তাতো বটেই। মেয়ে বড় হয়েছে—সাবধান তো আমাদেরই হওয়া উচিত। নাঃ! কাজটা যে কতদূর অন্যায় হলো তা আর বলতে পারি না। আজ বাদে কাল অনুর আমার বিয়ে, প্রতিবেশীর সঙ্গে অনর্থক বিবাদ।

অনুর-মা। আর তা ছাড়া এই ব্যাপার নিয়ে কি মামলা মোকর্দ্দমা করা উচিত? শেষে আইবুড়ো মেয়ের নামে যদি পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে?

জগ। বলবে বৈকি! এর পর লোকের কাছে মুখ দেখানোর জো থাকবে না।

অনুর-মা। তুমি যাও—চন্দ্রকে বলে কয়ে যেমন করে হোক্ ফিরিয়ে আন, তাকে বারণ কর, এমন সর্ব্বনাশ যেন সে না করে!

জগ। আমারই যদি বাধ্য হবে, বারণ শুনবে, তাহলে তো সে আগেই শুন্‌তো। এতক্ষণ হয় তো সে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

অনুর-মা। তাহলে কি হবে? লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

জগ। আমি শুধু ঐ ভয়টাই করছি নে অনুর-মা—আমি শুধু ভাবছি বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর দীর্ঘশ্বাস সেকি ভাল হবে?

জগবন্ধুর প্রস্থান *অনুর মাতা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্ল্লভ বসুর বাটীর অন্দর

ললিতের মা ঘরের একপাশে বসিয়াছিলেন। পার্শ্বে রঘু দণ্ডায়মান।
ললিতের মায়ের চোখে মুখে গভীর উদ্বেগ
প্রকাশ পাইতেছে

রঘু। কাল থেকে মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত দিলে না! যা পার, একটু কিছু মুখে দাও মা।

ললিতের-মা। গলা কাঠ হ'য়ে আছে বাবা, গলা দিয়ে আর কি কিছু নামছে?

রঘু। তা জানি মা। দাদাবাবুর অদৃষ্টে এই শাস্তি ছিল! নইলে কত করে বল্লাম, পাঁচিলে ওঠো না। তখন যদি কথাটা শুনতেন—

ললিতের-মা। কথাই যদি শুন্‌বে, তা হ'লে ওর অদৃষ্টে এই সবই বা হবে কেন? চন্দ্র বদরাগী, বদ্ মেজাজী। ক'দিন ধ'রেই কথাটা কাণা-ঘুঁষো কানে এসেছিল—তাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটিয়েছি। নিজে বারণ করেছি, তোমাকে দিয়ে বারণ করিয়েছি।

রঘু। ঐ চামারটা যে দাদাবাবুর এমনি সর্ব্বনাশ করবে, তা যদি একটু আগেও জান্‌তে পারতাম মা!

ললিতের-মা। ওদের আর দোষ কি বল? সত্যিই ত ওদের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, সাবধান ত ওদের হতেই হবে।

রঘু। তুমি জান না মা, তুমি জান না। ওদের মেয়েও বড় ভাল নয়। দোষ কি আমাদের দাদাবাবুর একার ? ঘরদোর থাকতে ও মেয়েটাই বা অষ্টপ্রহর বাগানে ঘোরে কেন ?

ললিতের-মা। ছিঃ রঘু! আইবুড়ো মেয়ে তার নামে ওসব কথা বল্‌তে নেই। ঘরটাও যেমন তাদের, বাগানটাও তেমনি তাদের, তারা যদি সেখানে ঘোরা ফেরা করে আমাদের ত সেদিকে তাকান উচিত নয়।

রঘু। তা হতে পারে। কিন্তু আমি জানি মা, ও মেয়েও ভাল নয়, রাখাল মজুমদারের ঐ যে ছেলেটার সঙ্গে ওর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গিয়েছে, তার জন্যেই ও একদিন পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল। তুমি ত জান না মা ? সেদিন দাদাবাবুই মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিলেন। চন্দ্রবাবু সে কথা ভালভাবেই জানে, তবুও বন্দুক দিয়ে গুলি করতে এসেছিল, পার্‌ল না বলে মতলব করে জেলে পাঠাল! আর যাকে বাঁচালেন, সেই মেয়েটা পর্য্যন্ত দারোগার কাছে মিথ্যে বল্লে!

ললিতের-মা। চন্দ্র ওকে গুলি করলেই ছিল ভাল। আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতাম, এ যে আমার জ্বালার ওপর জ্বালা হ'ল! আমি যে আর একদণ্ডও এখানে টেঁকতে পারছি না!

রঘু। সেকি আর আমি বুঝ্‌তে পারছি নে মা! কিন্তু কি করবে বল ? উপায় ত নেই।

ললিতের-মা। উপায় আছে, আমি আমার উপায় ঠিক করেছি রঘু। ও ঘরে সব গুছিয়ে রেখেছি, তুমি ওগুলো এনে দাও—আমি চলে যাব।

রঘু। চলে যাবে! কোথায় যাবে মা ?

ললিতের-মা। কাশীতে।

রঘু। কাশীতে!

ললিতের-মা। হ্যাঁ। যে ক'টা দিন বাঁচি, বাবা বিশ্বনাথের চরণেই পড়ে থাক্‌ব।

রঘু। কিন্তু তুমি চলে গেলে, এ সব তোমার কে দেখবে মা? তোমার বাড়ী ঘর, তোমার সংসার—

ললিতের-মা। হায় রে! আমার আবার ঘর বাড়ী! আমার আবার সংসার! যার জন্যে সব কিছু আগলে পড়েছিলাম, সে ত দেখ্‌লে না। তবে আর কোন আশায় বুক বেঁধে পড়ে থাকব বাবা!

রঘু। আমি বল্‌ছি মা, এমন হয় না। তুমি আর দুটো দিন দেখে যাও। দাদাবাবু আমাদের খালাস হ'য়ে আসবেনই—

ললিতের-মা। খালাস সে হবে না রঘু, জেল তার হবেই। কিন্তু তার আগে আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। সে কথা কানে শোনার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল। যে ক'দিন আছ, বাড়ীটা আগ্‌লে রেখো। যদি সে কোনদিন ফিরে আসে, জেলখানা থেকে ফিরে এসে যদি তার চৈতন্য হয়, আমি কয়েদীর মা হয়েও পাষাণে বুক বেঁধে আবার ফিরে আসব।

রঘু। (কাঁদিয়া) এত লোকের মরণ হয়, আর আমার মরণ হয় না? কর্ত্তাবাবু আমায় বেঁধে মেরে গেলেন!

ললিতের-মা। ছিঃ বাবা! কাঁদে না। মাকে তীর্থে পাঠালে ছেলের পুণ্য হয়। তুমি আমায় তীর্থে পাঠাচ্ছ—এখন কি কাঁদে?

রঘু। জানিনে মা, পুণ্যি করছি কি পাপের বোঝা বইছি। কিন্তু তোমায় ছেড়ে দিতে যে মন চাইছে না মা!

ললিতের-মা! না চাইলেও যে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে বাবা, আমার মুখ চেয়ে তোমায় যে এ কষ্ট সইতেই হবে বাবা!

রঘু। যখন একান্তই শুন্‌বে না তখন আর কি বল্‌ব মা! যাই, তোমার জিনিষগুলো নিয়ে আসি—

প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া

কিন্তু কাল থেকে একটুও কিছু মুখে দাওনি। যখন যাবেই,তখন একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও আবার ফিরে আসবে কিনা জানি না—কিন্তু একেবারে বাসিমুখে গেলে আমি যে কিছুতেই স্বস্তি পাব না মা!

ললিতের-মা। ঐ অনুরোধটী আমায় ক'র না রঘু, এ বাড়ীতে বসে আমি জলের ঘটি আর মুখে তুল্‌তে পারব না! আমার ললিত যদি আবার কখনও ফিরে আসে, সে যদি আমার কোনদিন—মানুষ হয়, ভিটেয় ব'সে জলের ঘটি সেই দিন আবার মুখে তুল্‌ব—

রঘু। যখন কোন কথাই শুনবে না তখন আর কি বল্‌ব? যাই—তোমার জিনিষগুলো নিয়ে আসি।

প্রস্থান

ললিতের পিতা ৺দুর্লভ বসুর ফটোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ললিতের মা গলবস্ত্রে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন

ললিতের-মা। ললিতকে একা রেখে কোথাও গিয়ে সোয়াস্তিতে থাকতে পারতাম না। কোথাও যাবার যো ছিল না! সে ছিল বন্ধন। তাই, সংসারের কাজ থেকে ছুটি মেলে নি। আজ তাকে পুলিশ পাহারায় রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে যাচ্ছি। আজ ছুটী মিলেছে—

রঘু একটী ছোট বাক্স ও ছোট একটী বিছানা লইয়া প্রবেশ করিল

রঘু। মা!

ললিতের-মা। এই যে বাবা! আমারও হ'য়ে গেছে—চল যাই। সদরে তালাটা দিয়ে আমায় ইষ্টিশানে পৌছে দিয়ে আসবে।

রঘু। আচ্ছা মা—

উভয়ে দুই একপদ অগ্রসর হইয়াই ললিতের মা ফিরিয়া
আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া কহিলেন

ললিতের-মা। আর এই চাবিগুলো রেখে দাও—যদি সে কোন দিন ফিরে আসে তার হাতে দিও (চাবি দিলেন) আর এই টাকা ক'টা রেখে দাও (আঁচলের খুঁট হইতে টাকা খুলিয়া) আইবুড়ো-ভাত বলে অনুপমাকে একখানা শাড়ী কিনে দিও—

রঘু। এ টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও মা। ও আমি পারব না! তোমার ইচ্ছে হয়, সেখান থেকে তুমি কিনে পাঠিয়ে দিও।

ললিতের-মা। তা বল্লে কি হয় বাবা? চিরকাল জেঠি-মা বলে ডেকেছে, কত আব্দার করেছে! আমার ললিত যদি মানুষ হত, হয় তো ঐ হোত আজ আমার সংসারের লক্ষ্মী! কিন্তু তা হোল না বলে আমার আশীর্ব্বাদ থেকে ত ওকে আমি বঞ্চিত করতে পারিনে। খুব চওড়া দেখে একখানা লাল পাড় শাড়ী ওকে কিনে দিও।

রঘুর হাতে টাকা দিলেন

রঘু। কিন্তু ওরা যদি নেমন্তন্ন না করে?

ললিতের-মা। সে কর্ত্তব্যটা তাদের—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ত নেমন্তন্ন করা না করার ওপর নির্ভর করে না। ওরা নেমন্তন্ন করুক আর না করুক, বিয়ের দিন তুমি কাপড়খানা কিনে দিয়ে আস্বে।

রঘু। মা!

ললিতের-মা। না রঘু, ওতে আর আপত্তি কর না বাবা!

রঘু। তোমাকে যারা চিনতে পারল না! তোমার মুখের দিকে যারা

চাইলে না! তোমার যারা সর্ব্বনাশ করলে! তাদের কি কোন দিন ভাল হবে ভাব্‌ছো?

ললিতের মা। ওকথা বল্‌তে নেই বাবা! মানুষ নিজের অদৃষ্টের দোষে নিজে কষ্ট পায়। ওদের দোষ কি—এ আমার অদৃষ্ট! চল—

রঘু। চল মা।

ললিতের মাতার সহিত রঘু বিছানা ও বাক্স লইয়া প্রস্থান করিল

সপ্তম দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাটীর বহির্ভাগ

জগবন্ধুবাবু একাকী একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে গভীর উদ্বেগ। অনুপমার আজ বিবাহ। দূরে সানাই বাজিতেছে। এমন সময় হাতে একগাছি হার লইয়া অনুর মাতার প্রবেশ

অনুর মা। কি নিশ্চিন্ত মানুষ গো? আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি—আর তুমি এইখানে এসে বসে আছ?

জগ। কেন? কি হলো কি?

অনুর মা। (হারটী দেখাইয়া) এই দেখ দেখি, চন্দ্র কি হার ক'রে এনেছে? এটা পরে অনুকে আমার একটুও মানাচ্ছে না! তার চেয়ে শাশুড়ী আমায় আশীর্ব্বাদে যে জড়োয়ার হারটা দিয়েছিলেন—সেইটাই বরং পরিয়ে দি—

জগ। তা বেশ তো, তোমার দিতে ইচ্ছে হয়, দিও। কিন্তু আজ বিয়ের দিন, নতুন যেটা তৈরী হয়ে এসেছে—সেইটাই দাও। নইলে; নতুন

কুটুম নিন্দে করবে—বলবে পুরোনো জিনিষ দিয়েছে। পরে বরং ওটা দিও।

অনুর মা। তবে যাই; এইটাই পরিয়ে দিইগে। তা তুমি এখানে অমন করে বসে রয়েছ কেন? তুমি এখানে—চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছি না! বাড়ীতে আজ এত বড় কাজ!

জগ। চন্দ্র একটু বাইরে গেছে—এখুনি আসবে'খন। তুমি যাও, নিজের কাজে যাও।

অনুর মাতার প্রস্থান

অপর দিক দিয়া রঘুর প্রবেশ। হাতে একখানি লাল পাড় শাড়ী ও একটী থালায় কিছু মিষ্টান্ন

কে? রঘু?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা কি এইখানেই রেখে দেব? না বাড়ীর ভেতর দিয়ে আস্‌বো?

জগ। কি এনেছো?

রঘু। আজ্ঞে দিদিমণির আইবুড়ো-ভাত।

জগ। তবে যে শুন্‌লাম তোমাদের মা ঠাকরুণ কাশী চলে গেছেন?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ। তিনি কাশীতেই গেছেন। যাবার দিন আমায় বলে গেলেন, একখানি ভাল দেখে লালপেড়ে শাড়ী আমার আশীর্ব্বাদী বলে দিয়ে এসো। তাই—

জগ। ও! আর কিছু বলে যাননি? অন্যায় করে আমরা যে ললিতকে জেলে পাঠালাম তার জন্যে তিনি কিছু বলে যান নি?

রঘু। না। বল্লেন, সোমত্ত মেয়ে, আইবুড়ো মেয়ে—ওদের আর দোষ কি?

জগ। কিন্তু তিনি কাশী চলে গেলেন কেন?

রঘু। মনের দুঃখে। কত ক'রে বললাম, কিছুতেই শুনলেন না। বল্লেন,

জেল ওর হবেই। এখানে বসে সে কথা কানে শোনার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল। এখন দেখ্ছি—তিনি চলে গিয়ে ভালই করেছেন। আজই হাকিম রায় দিয়েছে। আমি এই একটু আগে, সদর থেকে ফিরলাম—

জগ। তা কি হলো?

রঘু। আর কি হবে বাবু—? জেলই হয়ে গেল!

কাঁদিতে লাগিল

জগ। জেল হয়ে গেল!

রঘু। আজ্ঞে হাঁ। ঘরদোর সব খালি পড়ে রয়েছে। এটা কি তাহ'লে এখানেই রেখে যাব?

জগ। তাই যাও। কিন্তু দুটো খেয়ে যাবে না বাবা?

রঘু। না। ঘরদোর খালি পড়ে রয়েছে! তা ছাড়া, আজ আর গলা দিয়ে কিছু নামবে না বাবু—আচ্ছা, তা হ'লে আসি—

জগ। জোর করে যে তোমাকে খেতে বলি, সে মুখও আজ আর আমার নেই রঘু,—সে মুখ আজ আর আমার নেই! তবে যদি (পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া) এই পার্ব্বনীটা অন্ততঃ নিয়ে যাও—

রঘু। মা ঠাকরুণ এর দরুণও পয়সা দিয়ে গেছেন—

জগ। ও!

রঘু চলিয়া গেল

ব্যস্তভাবে অনুর মাতার পুনঃ প্রবেশ

অনুর মা। ওমা! এখনও এম্নি করে বসে আছ? বর কখন আসবে গো? আট্টায় লগ্ন—সাড়ে আটটা বাজ্তে চল্লো!

জগ। রাখালবাবুর বাড়ী চন্দ্রকে পাঠিয়েছি। কিন্তু সেও ত প্রায় এক ঘণ্টা হ'তে চল্‌লো—

অনুর মা। চন্দ্র যখন এখনও ফির্‌ল না, তখন না হয় আর কাউকে পাঠাও—না হয় নিজেই যাও।

জগ। বাড়ী থেকে পা বাড়াতে আমার ভয় করছে, আর উৎসাহ নেই! বিয়ে বলে আর কোন সাধ-আহ্লাদ নেই! মনে হচ্ছে, সব বুঝি উল্টে গেল!

অনুর মা। ছিঃ ছিঃ! ও সব কথা বলতে আছে? তুমি একটু এগিয়ে দেখ,—আমাদের এদ্দিকে সব তৈরী। কনে সেজে অনুকে আমার যা মানিয়েছে! (সহসা ললিতের মায়ের দেওয়া কাপড়ের প্রতি নজর পড়িতে) একি! এখানে কাপড় কেন?

জগ। ও! তোমাকে বল্‌তেই মনে ছিল না; ওটা ললিতের মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনুর মা। তবে যে শুনলাম তিনি কাশী গিয়েছেন?

জগ। ঠিকই শুনেছ। কাশীতেই তিনি গেছেন। যাবার সময় রঘুকে বলে গিয়েছিলেন, তাই সে এই মাত্র দিয়ে গেল!

অনুর মা। কি লজ্জা! তবু আমরা, তাকে নেমন্তন্ন করিনি!

জগ। শুধু কি নেমন্তন্নই করিনি। তাঁর একমাত্র ছেলেকে আমরা জেলে পাঠিয়েছি! দুঃখে তিনি সংসার ছেড়ে, কাশী চলে গেছেন! তাই তো ভাব্‌ছি অনুর মা! যাবার সময় তিনি আমার অনুকে আশীর্ব্বাদী বলে যা দিয়ে গেছেন, সেকি সত্যিই আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ!

অনুর মা। না—না—ওসব অলুক্ষণে কথা মনে ঠাঁই দিও না। কি হয়েছে কি? গ্রামে ঘরে বিয়ে, তাই হয়ত মনে করছে, এইখান থেকে এইটুকু ত পথ—সেইজন্যে দেরী করছে। তুমি একবার যাও।

জগ। তুমি যা মনে কর্‌ছ অনুর মা, এ তা নয়। আমার মন বল্‌ছে—একটা কিছু হয়েছে। চারিদিকে ফিস্‌ফাস্‌ কাণাঘুষো কথা কানে আসছে, নইলে এত দেরীই বা হবে কেন ?

ব্যস্তভাবে চন্দ্রের প্রবেশ

কি ব্যাপার কি চন্দ্র ? আস্‌তে এত দেরী হ'ল যে ?

চন্দ্র। আর দেরী ! সর্ব্বনাশ হয়েছে ! বাবা, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! সুরেশ পালিয়েছে !

অনুর মা। এঁ্যা ! সেকি !

চন্দ্র। দুপুরের ট্রেনে কল্‌কাতায় চলে গেছে ! গায়ে হলুদের আগে পর্য্যন্ত সে অমত করেছে। কিন্তু রাখালবাবু জোর করেই তার গায়ে হলুদ লাগান। তখন সুরেশ বলে, এ দায়িত্ব আপনার। তারপর কাউকে না জানিয়ে সে পালিয়েছে ! যাবার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে—কলকাতা থেকে সে কাল বিলেত রওনা হবে।

অনুর মা। আমার অনুর কি হবে গো !

জগ। হবে আর কি ? হবে আমার শ্রাদ্ধ ! আর কি হবে ? বুড়ো বয়সে মান গেল ! যশ গেল ! জাত গেল ! এবার না একঘরে হয়ে থাকতে হয় !

চন্দ্র। একঘরে হয়ে থাক্‌তে হবে ? কেন ? অনুর বিয়ের একটা ব্যবস্থা না করেই কি আর বাড়ী ঢুকেছি ?

জগ। ব্যবস্থা করেছ ?

চন্দ্র। হ্যাঁ। সব ঠিক-ঠাক করে আসতেই ত দেরী হোল বাবা !

জগ। আঃ বাঁচালে ! কোথায় ? কাদের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে ঠিক করে এলে ?

চন্দ্র। আজ্ঞে রামদুলাল দত্তকেই বর ঠিক করে এলাম—

জগ। (সবিস্ময়ে) রামদুলাল দত্ত!

চন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ। দত্ত মশাই দোজবরে এই যা! কিন্তু তার ছেলেপুলে কিছু নেই বাবা!

জগ। না! রামদুলালের ছেলেপুলেও নেই, স্বাস্থ্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য কিছুই নেই! কিন্তু ভগবানের বরে তার জাতটা এখনও আছে। কাজেই আর কিছু সে পারুক্ আর নাই পারুক, এ সময় অন্ততঃ আমাদের জাতটা বাঁচাতে পারবে!

অনুর-মা। কিন্তু শুনেছি—তার যে কাসের ব্যায়রাম আছে! তা ছাড়া পঞ্চাশের ওপর বয়েস হয়েছে! তার চেয়ে অনু আমার থুব্ড়ো হ'য়ে থাকুক—ওর আমি বিয়ে দেব না—

জগ। তা দেবে কেন? তোমাদের বুদ্ধিতেই তো এইটে হোল! মেয়েটী যা বল্লে, সবাই অমনি তাতে সায় দিলে! নইলে, চেষ্টা করলে সুরেশ ছাড়া কি আর ছেলে পাওয়া যেত না? এখন তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো—

অনুর-মা। শেষে আমার অনুর অদৃষ্টে কি এই ছিল!

জগ। কি করবে বল? যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে আসে—

অনুর-মা। কিন্তু এখনো তো সময় রয়েছে—এখনও ত আমরা অনুকে বাঁচাতে পারি! চল, আমরা অনুকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই—

জগ। পালালেই কি অনুকে বাঁচাতে পারবে অনুর-মা? একি কল্‌কাতা সহর? ছত্রিশজাতের পাঁচমিশেলী সমাজ!—যে কেউ কারুর খবর রাখে না? এ যে আমাদের পাড়া গাঁয়ের সমাজ! অনুকে লক্ষ্য করে সমাজপতিরা যে সামাজিক খাঁড়া উঁচিয়ে আসবেন! সেটা রাম-দুলালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়েও কম শাস্তি হবে না!

অনুর-মা। সমাজপতিদের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। আমি সমাজ চাই না—সমাজের জন্যে আমি আমার অনুর সর্ব্বনাশ করতে পারবো না—

জগ। আজকের দিনে তোমার অনুর চেয়ে, সমাজই বড় অনুর-মা! ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক্—সমাজে থেকে সমাজকে মেনে চলতেই হবে। সমাজে থেকে তার বিধান মানব না, একথা বলা চলে না। তোমাকে আর আমাকে নিয়েই সমাজ নয়—তোমাকে আর আমাকে নিয়েই সংসার নয়। আজ যদি আমরা অনুর বিয়ে না দিই, তাহলে এ ভুলের মাশুল গুণ্তে হবে—আমারই বংশধরদের! আর তারজন্যে চিরকাল তারা আমাকে অভিশাপ দেবে! তুমি আর আমি হয় তো অনুকে নিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু চন্দ্র যাবে কোথায়? তার ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? তারপর এই বাড়ী ঘর, বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিলেই বা তারা খাবে কি? সমাজের সঙ্গে যে আমাদের সর্ব্বস্ব এখানে বাঁধা! তুমি দুঃখ করো না অনুর-মা—শুধু চন্দ্র নয়—চন্দ্রের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশা ভরসা, আমার পিতৃ-পুরুষের জলগণ্ডুষ সমস্ত জড়িয়ে আছে! এত বড় স্বার্থ আমি ত্যাগ করি কি করে? তাই ভাব্ছি অনুর-মা—চন্দ্রকে অভিশাপ মুক্ত করতে, অনুকেই অভিশাপগ্রস্ত করি! উপায়বিহীন হয়ে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত মা আমার তা সহ্য করুক!

চন্দ্র। আর তা ছাড়া একি একটা কথা হল বাবা? আমি তাঁকে কথা দিয়ে এলাম। দত্ত ম'শায়ের বাড়ীতে লোক রেখে এলাম, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্যে। তিনি বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে এখনই আস্ছেন—

জগ। রামদুলাল এককথায় রাজী হল চন্দ্র?

চন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। বল্‌তেই বল্লেন—আবার একটা সংসার করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু বিধিলিপি! ভগবানই জুটিয়ে দিচ্ছেন! এ তাঁর নির্দ্দেশ! অমান্য ত করতে পারি না!

জগ। সত্যিই এ তাঁর নির্দ্দেশ! নইলে যাকে আন্‌তে গেলে, সে এলো না! অভ্যর্থনা পেল না! পেল—যার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাও—আর দেরী করো না, মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে দাওগে—আর নিজেও প্রস্তুত হয়ে নাও—পাষাণে বুক বেঁধে রামদুলালকেই ত বরণ ক'রে নিতে হবে? যাও—আর দেরী ক'র না।

অনুর-মা। আমার হাত কাঁপবে! আমি পারব না!

জগ। সে কি! জামাইবরণ করতে হাত কাঁপবে! তুমি না মা?

অনুর-মা। মা বলেই ত পারব না—তার চেয়ে ও একেবারে যাক্—একেবারে যাক্—

প্রস্থান

জগ। চন্দ্র বৌমাকে প্রস্তুত হতে বল। তোমার মা হয়ত এর পর বিয়ের কোন কিছুই দেখতে পারবেন না। যা কিছু করতে হয় তা যেন বৌমাই করেন।

চন্দ্র। আচ্ছা। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি। আর ত দেরী নেই! বরও এল বলে!

প্রস্থানোদ্যত

জগ। আর দেখ, ঐ শানাইটাকে বন্ধ করে দাও ও বাজনাটা আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

চন্দ্র। তবে বন্ধ করতে বলি?

জগ। হাঁ বল।

চন্দ্রের প্রস্থান

ভোলার প্রবেশ

ভোলা। বাবু বর আস্‌ছে !

জগ। বর আস্‌ছে! তোর দিদিমণি কোথায় রে ?

ভোলা। দিদিমণি সেজেগুজে বসে আছে।

জগ। ও!

ভোলা। দিদিমণিকে কি মানানই মানিয়েছে বাবু! বেনারসী কাপড় পরে, কপালে চন্দন মেখে, গাযে এক গা গয়না পরে, ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ !

জগ। কোন্ চোখে তুই তাকে আজ এত ভাল দেখ্‌ছিস্ তা তুই জানিস্—কিন্তু আমি যে চারিদিকেই অন্ধকার দেখছি !

অদূরে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল

ভোলা। বাবু! বর এলো! দিদিমণির বর এলো !

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুই যা—তুই যা—

ব্যস্তভাবে ভোলার প্রস্থান

নেপথ্যে কোলাহল—"বর এসেছে, বর এসেছে !"
চন্দ্র ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল

চন্দ্র। বাবা বর এসে গেছে—

জগ। এসে গেছে! তুমি যাও, ওদের অভ্যর্থনা ক'রে এনে বসাও। যেন কোন ত্রুটী না হয়। আজ ওরা—আমাদের জাত বাঁচাতে এসেছে, জাত দিতে এসেছে—

ব্যস্তভাবে চন্দ্রের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া অনুপমার প্রবেশ। তার কপালে কনে চন্দন।
অঙ্গে বেনারসী। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। নববধূর সাজে সজ্জিতা।
কিন্তু দুইটী গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে!

অনু। বাবা!

জগ। মা!

কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

অনু। বাবা! এ আমার কি হোল বাবা?

জগ। যা হতে পারত, তাত হোল না মা! কি করব বল? এ আমার অদৃষ্ট!

অনু। তোমাদের দুটী পায়ে পড়ি! এমন করে তোমরা আমার গলায় ছুরি দিও না! এ বিয়ে দিলে আমি আত্মঘাতী হ'য়ে মরব!

জগ। কিন্তু কি করব? এখন ত আর কোন উপায় নেই মা! তোমার দাদা যাকে অভ্যর্থনা করে আনতে গেল, তাকে পেল না বলে, একেবারে পাত্র ঠিক ক'রে বাড়ী ঢুকল! চন্দ্র অন্ততঃ যদি সেটাও না করত, তা হলেও বা যা হোক একটা কথা ছিল, কিন্তু এখন আর সে পথও নেই! এখন তোমার বিয়ে না দিলে, লোকে বল্‌বে ওরা পাত্র পেয়েও হাত ছাড়া কর্‌ল! ইচ্ছে ক'রে বিয়ে দিলে না!

কন্যাকে বরণ করিবার বেশে অনুর মা প্রবেশ করিলেন

অনুর-মা। আয় মা—সময় হ'য়ে এলো!

অনুর হাত ধরিলেন

জগ। একি! তুমি?

অনুর-মা। হ্যাঁ—আমি।

জগ। তুমি কি পারবে?

অনুর-মা। পারব। মনকে ঠিক করেছি! (অনুর প্রতি) আজকে আমাদের বাঁচিয়ে কাল তোর যা ইচ্ছে তাই করিস্ মা, তবুও জানব অনু আমার সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া নিয়ে গিয়েছে! কিন্তু যে ভয় আমি করছি, তোর সে বেশ দেখার আগে আমার যেন মরণ হয়!

চন্দ্রের প্রবেশ। চোখে মুখে ব্যস্ততা

চন্দ্র। আর ত দেরী করা চলে না বাবা! ওদিকে সব প্রস্তুত—

জগ। হ্যাঁ চল, যাই—

অনু। (মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া) মাগো! তোমাদের দুটী পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে এমন ক'রে মেরে ফেল না! তার চেয়ে তোমরা আমায় বিষ দাও—আমি বিষ খাবো—

জগ। যা ইচ্ছে কাল করো মা! আজ তোমার বিয়ে দিয়ে আমরা জাত বাঁচাই—(অনুর হাত ধরিয়া) এসো মা—

অনু। কোথায় বাবা?

জগ। সময় হয়েছে—সম্প্রদান করবো যে মা!

অনু। না বাবা—তার চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফেল! তোমাদের দু'টী পায়ে পড়ি, আমার এমন সর্ব্বনাশ কর না—ওগো! আমার এমন সর্ব্বনাশ কর না—

অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল

অনুর-মা। একি! এমন হলো কেন?

জগ। এঁ্যা! দেখ দেখ, ও মরে যায় নি তো? চন্দ্র যাও ত বাবা, পুরুত ঠাকুরমশায়কে একবার জিজ্ঞাসা করে এসে তো, যে মরা মেয়ের বিয়ে দিলেও কি জাত বাঁচবে না!

সমাপ্তি

প্রথম দৃশ্য

রাখাল মজুমদারের বাটীর বাহিরের ঘর

সনাতন চক্কোত্তি ও বিশ্বম্ভর মুখুজ্যে রাখাল মজুমদারের সহিত কথা কহিতেছিলেন

রাখাল। কিন্তু আমি কি করি বল ত ভায়া? আমাকেই যে এখন পাঁচ-জনে পাঁচ কথা বল্‌ছে—

সনাতন! ও জন্যে আর এখন মন খারাপ করে লাভ নেই ভায়া!

বিশ্বম্ভর। বলি, মেয়ে তো তারা যাহোক্ করে পার করেছে। কিন্তু তোমার ছেলে যে আবার কতদিনে বাড়ী ফিরবে—

সনাতন। আরে আমি সব জানি ভায়া, সব জানি। একছিলুম তামাক আনাও—সব বল্‌ছি। তুমি বিয়ের ব্যাপার সব পাকাপাকি ক'রে ফেলছ বলেই, এতদিন চুপচাপ ছিলাম। নইলে জানিনে আর কি? বলি মুখুজ্জ্যে! তোমায় একবার বলিনি—মেয়েটা আত্মহত্যা করতে গিছ্‌লো! দুর্ল্লভ বোসের মাতাল ছোঁড়াটাই ত সেবার বাঁচায়—

রাখাল। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? কেন?

সনাতন। বিয়েটা যখন ভেঙেই গেল, তখন বলি। দেখ, তোমার ছেলের যে ওখানে বিয়ে হয় নি এ তোমার সৌভাগ্য! কত্‌লু না কি এক

মুসলমান ছোঁড়ার সঙ্গে নাকি মেয়েটার খুব ভাব। আর তারই জন্যে মেয়েটা নাকি পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল!

১—বিশ্বম্ভর। দুর্গা! দুর্গা! পাপ না থাকলে কি আর অমন সোণার চাঁদের হাতে পড়তে পড়তেও পড়্‌ল না!

৩—রাখাল। এঁ্যা! বল কি! মেয়েটাও এজাহার দিলে! কৈ এ কথা ত একদিনও শুনিনি?

২—৪ সনাতন। আর শেষে কিনা, ঐ দুর্লভ বোসের ছেলেটাকেই জেলে পাঠাবে বলে, চন্দ্রের সঙ্গে একযোগে ঐ মেয়েটা পর্য্যন্ত হক্ মিথ্যে এজাহার দিলে!

৫-রাখাল। গিন্নি ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র কেবল ছেলের জন্যেই কান্নাকাটি করছেন!

সনাতন। আহা! তা আবার করবেন না! তবে তোমার ছেলের বিয়ে, তা সে আজই হোক্—আর দু'বছর বাদেই হোক—অমন সম্বন্ধ তুমি অনেক পাবে। হাজার হোক তোমার ছেলের মত ছেলে!

রাখাল। আর ছেলের মত ছেলে! দেখ দেখি, আমায় কি বিপদেই ফেল্‌লে! তার ওপর স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! তখন যদি স্ত্রীর কথায় নির্ভর করে নগদের দরুণ টাকা ক'টাও না নিতাম—

সনাতন। তুমি জগবন্ধুবাবুর কাছে নগদ ও কিছু নিয়েছিলে নাকি?

রাখাল। কিছু মানে? নগদ যা চেয়েছিলাম—সবটাই নিয়েছি। তখন কি ছাই জানতাম যে, ও আমার অমন করে মুখটা পুড়িয়ে দিয়ে যাবে? এখন কি করি বল ত ভায়া? কোথায় বা সেই টাকা পাই, আর কি দিয়েই বা শোধ করি?

বিশ্বম্ভর। টাকাকড়ি সবই কি খরচ করে ফেলেছ নাকি?

রাখাল। তা আর করিনি? বৌভাতের তিনশো লোক খাওয়ানর

আয়োজন। বৌয়ের মুখ দেখার জন্যে যা হোক্ একখানা গয়না—
এ সবই তো তৈরী ক'রতে হয়েছিল!

বিশ্বম্ভর। তাহলে সনাতন?

সনাতন ও বিশ্বম্ভর পরস্পর বক্রোক্তি করিলেন

সনাতন। তার আর কি হবে? এলে গয়নাটা ফেরৎ দিয়ে দিও। আর বলো, বাকী টাকাটা খরচ হয়ে গেছে। জগবন্ধুবাবু লোক ভাল। তার জন্যে আর তিনি হাঙ্গামা করবেন না।

রাখাল। না ভায়া, আমার ভয় হচ্ছে, কেবল টাকা কটার জন্যে—

বিশ্বম্ভর। এরপর কি আর টাকা চাইতে আসতে পারে? বলি, মুখ থাক্‌লে ত?

রাখাল। হেঁ! হেঁ! মুখ থাক্‌লে তো ঠিক ঠিক!

বিশ্বম্ভর। ওহে, একছিলিম তামাক খাওয়াও না রাখাল?

রাখাল। তামাক? এই যে আনাই—ওরে কে আছিস্? তা হলে আর আসতে পারবে না? কি বল?

বিশ্বম্ভর। না কখ্‌খনো আসবে না—

সনাতন। কখ্‌খনো আসবে না। এ তোমায় আমি লিখে দিতে পারি—

রাখাল। তাহ'লে নিশ্চিন্ত কি বল? হেঁ! হেঁ! হেঁ! আমি শুধু এতক্ষণ টাকা ক'টার জন্যেই ভাবছিলুম—নইলে ওদের মেয়ের বিয়ে হলো না হলো তাতে আমার বয়ে গেল!

সনাতন। বিয়ের কথা ছেড়েই দাও—এ বিয়ে বিয়েই নয়—শেষে কিনা একটা পঞ্চাশ বছরের ক্ষয় রুগী—

বিশ্বম্ভর। আরে ও ত' গিয়েই রয়েছে, শিংগে ফুঁক্‌লো বলে! দেখে নিও—শাস্তির এখনও শেষ হয় নি। মেয়েটা বিধবা হলো বলে!

রাখাল। ওঃ! ভগবান মুখ রক্ষা করেছেন বলো—

সনাতন। নইলে আর বল্‌ছি কি!

বিশ্বম্ভর। আরে ওর যে মারণ যোগ রয়েছে—

রাখাল। যাক তাহলে ভালই হয়েছে বল। বস ভায়া বস! বাগানের দুটো আম খেয়ে যাও, একটু মিষ্টিমুখ— রাখালের প্রস্থান

সনাতন ও বিশ্বম্ভর বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাটীর অন্দর

চন্দ্র ও তাহার স্ত্রী কথা কহিতেছিল

চন্দ্রের স্ত্রী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—মাগো মা! থক্‌ থক্‌ থক্‌—কেসে কেসে ঘরদোর সব একাকার করে দিলে! কি করলে বল দিকি? বোনের বিয়ে দিলে, না খাল কেটে কুমীর আন্‌লে! ঘর থেকে নড়তে চায় না? বিয়ের ক'নে গেলো, সাতটা দিনও স্বামীর ঘর করলো না?

চন্দ্র। স্বামীর ঘর কর্‌বে কি? সেখানে কি কিছু আছে? খাবে কি? তার ওপর দত্তজার ত ঐ অবস্থা!

চন্দ্রের স্ত্রী। তাহ'লে ঘরে বসে গেল্‌বার জন্মে, আজন্ম ঘাড়ে পড়া হয়ে থাক্‌?

চন্দ্র। ঘাড়ে পড়া হয়ে ত থাক্‌বেই? দত্তজার আর ক'দিন?

চন্দ্রের স্ত্রী। তাহলে ঐ ক্ষয়কেসো রোগীটাকে কি ঘরে বসে মরবার জন্মে নিয়ে এলে? আমার পাঁচটা কচিকাচার সংসার, শেষে কি ওর জন্মে সগুষ্ঠি মরব?

চন্দ্র। বাবাকে ত তুবেলা বল্‌ছি, এখানে তেমন ডাক্তার বদ্দি নেই, তার চেয়ে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। তা তিনি যদিও বা রাজী হচ্ছেন, মা যে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না—

চন্দ্রের স্ত্রী। তা হবেন কেন? যাতে তাতে আমাকে জ্বালান বৈ ত নয়! বুড়ো মড়া জামাই, তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে!

চন্দ্র। তা তো বটেই—

চন্দ্রের স্ত্রী। কিন্তু বটেই বলে চুপ করে বসে থাকলেই কি হবে?

চন্দ্র। তা কি করব বল?

চন্দ্রের স্ত্রী। করবে আমার মাথা আর মুণ্ডু! কেন? মুখ নেই? বল্‌তে পার না?

অনুর মা'র প্রবেশ

অনুর-মা। বাবা চন্দ্র, জামাই যেন আজ বড্ড কি রকম করছেন, একবার চরণ দাস কব্‌রেজকে ডেকে নিয়ে এস না বাবা?

চন্দ্র। শুধু শুধু আর কব্‌রেজ দেখিয়ে কি হবে মা? ওসব রোগীর চিকিৎসা এখানে থেকে হবে না।

অনুর-মা। সবই বুঝি, কিন্তু কি করি বল? ও রোগী নাড়াচাড়া করতেও যে ভয় করে বাবা?

চন্দ্র। কিন্তু ভয় করলেও তো চল্‌বে না মা! আমারও পাঁচটা কচিকাঁচা নিয়ে সংসার—

অনুর-মা। সত্যিই। কিন্তু কি করি বল? ভয় হয়, শেষে যদি রাস্তার মাঝে—

চন্দ্র। কিন্তু তা বলে ত আর ঘরের ভেতর রোগ পুষে রাখা যায় না?

অনুর-মা। আজ তু'তুবার রক্ত উঠে যেন কি রকম নেতিয়ে পড়লেন,

রক্ত ওঠাটাও যদি বন্ধ হয়, তা হলেও না হয় যা হোক ক'রে কল্‌কাতায় নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।

চন্দ্রের স্ত্রী। ওরও রক্ত ওঠা বন্ধ হয়েছে, আর আপনারাও রোগী সারিয়েছেন!

অনুর-মা। (কাঁদিয়া) জানি, ওর রক্ত ওঠা বন্ধ হবে না! কিন্তু অনুকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি ব'লেই, ওকেও যা-তা ক'রে সরাতে পারছি না—

চন্দ্রের স্ত্রী। তা হ'লে আপনারাই এখানে থাকুন, আমি আমার ছেলেপুলে নিয়ে দিন কতক সরে যাই—

প্রস্থান

অনুর-মা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তুমি চলে যাবে কেন মা? বরং আমিই ওদের নিয়ে সরে যাব।

চন্দ্র। বিয়ের পর থেকে যাব যাব করেই ত দিন দশ বারো কাটিয়ে দিলে—কিন্তু যাবে কবে? ঐ রোগে আর একটাকে ধরলে তবে যাবে কি?

অনুর-মা। না। আর একদিনও দেরী করব না। তোমরা যে ভেতরে ভেতরে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ—এটা আমরা বুঝতে পারিনি। নইলে—

প্রস্থানোদ্যত সহসা সম্মুখে জগবন্ধুবাবুকে আসিতে দেখিয়া

তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। আমি ভাবছি—অনুকে আর জামাইকে নিয়ে চল, আজই আমরা কল্‌কাতায় যাই—

জগবন্ধু। কল্‌কাতায়? কিন্তু ও রোগী নিয়ে যাওয়ার ত এখন উপায় নেই।

অনুর-মা। খুব আছে। পথের মাঝে একটা বিপদ আপদ হয়, এই ভয় করছো ত? কিন্তু যে বাঁচবে না, তার পথই বা কি আর ঘরই বা কি?

কিন্তু চন্দ্রের আমার পাঁচটা কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে! রোগটা ত ভাল নয়, শেষে যদি,—

জগবন্ধু। বুঝি, সবই বুঝি অনুর-মা! কিন্তু ঠুন্‌কো প্রাণ তাই বড় ভয় হয়—

চন্দ্র। কলকাতা পর্য্যন্ত যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়, তা হ'লে না হয় এ বাড়ী থেকে অন্ততঃ দত্তজার নিজের বাড়ীতেও—

জগবন্ধু। সে ত আরও খারাপ হবে বাবা! লোকে বল্‌বে, শ্বশুর শাশুড়ী দেখলে না—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ও! বুঝেছি, তোমরা রোগ আর রোগী ছু'টোকেই সরাতে চাও? চিকিৎসা করানর জন্যে কলকাতায় পাঠাতে চাও না? কিন্তু আমি ত এখনো বেঁচে আছি চন্দ্র! এর মধ্যেই যদি এমন ক'রে জঞ্জাল সরাতে চাও, তাহ'লে আমি যখন থাকব না তখন ত দেখ্‌ছি, তুমি বুরুষ দিয়ে ঠেলে আমার অনুকে ঐ রামদুলালের ভিটেয় তুলে দিয়ে আসবে! একবার চেয়েও দেখবে না—আমার অনু একাদশীর পরের দিন একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে একটু জল খেল কিনা? কিন্তু সেজন্য আমার এতটুকু ছুঃখু নেই! তবে যে ক'টা দিন আমি বেঁচে আছি, তার মধ্যে ও চেষ্টা না করলেই আমি সুখী হব।

চন্দ্র। আপনাদের যা খুশী তাই করুন। আমি আমার ছেলে-মেয়েদের এখান থেকে সরিয়ে দিই—

আলুথালু বেশে ছুটিতে ছুটিতে অনুপমার প্রবেশ

অনু। বাবা, মা, শিগ্‌গির এসো—শিগ্‌গির এসো—

অনুর-মা। কি হোল? কি হোল?

অনু। কি রকম যেন করছেন! জলটুকু মুখে দিলাম, সেটুকুও

গড়িয়ে পড়ে গেল ! তোমরা দেখবে এস—ওগো ! তোমরা দেখবে এসো—

অনুপমা মায়ের হাত ধরিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিল। চন্দ্র তাহাদের অনুসরণ করিল।

জগবন্ধু। চন্দ্র, শোন—

চন্দ্র ফিরিল

চন্দ্র। একি বাবা ! আপনি যে কাঁপছেন !

জগবন্ধু। হাঁ—হাঁ—কাঁপছি—কাঁপছি ! তুমি আমাকে একটু ধরে বসিয়ে দাও ত বাবা ! আমার মাথাটা ঘুরছে !

চন্দ্র জগবন্ধুবাবুকে একটী চেয়ারে বসাইয়া দিল

যাও, তুমি একবার দেখে এসো—সে এখনো আছে কিনা ? ঠিকে ভুল হয়ে গেছে—চন্দ্র, ঠিকে ভুল হয়ে গেছে ! খরচের খাতায় ভুল করে জমা করেছি !

চন্দ্রের প্রস্থান

দুঃস্বপ্নের রাত্রির মত এ ক'টা দিন যেন কেটে গেল ! এখনো মনে হয় অনু আমার আইবুড়ো—তার বিয়ে হয় নি।

চন্দ্রের স্ত্রীর প্রবেশ

চন্দ্রের স্ত্রী। বাবা, আপনি একবার আসুন—

জগবন্ধু। (ইতস্ততঃ করিয়া) যাব ! আচ্ছা চল যাই—

নেপথ্যে অনু। মা—মাগো ! এ আমার কি হলো মা—এ আমার কি হলো !

জগবন্ধু। আর কি করতে যাব মা? আর কি করতে যাব? ঐ তো আমার অনুর কান্না ভেসে আসছে! নিশ্চিন্ত! নিশ্চিন্ত!

নেপথ্যে অনু। দাদা তোমার দুটী পায়ে পড়ি দাদা! আমায় তুমি দয়া করে দেখ দাদা!

জগবন্ধু। বেটি দাদাকে ভালভাবেই জানে কিনা, তাই দাদার পায়েই আগে লুটিয়ে পড়েছে! নে বেটি, ওর কাছেই একটু জায়গা ভিক্ষে করে নে। নইলে তোর আর উপায় নেই! উপায় নেই!

চন্দ্রের স্ত্রী। আপনি একবার না গেলে, ঠাকুরঝি যে আরও উতলা হবে বাবা—

জগবন্ধু। উতলা হবে? আচ্ছা চল যাই!

নেপথ্যে অনু। মা মাগো! এ আমার কি হলো মা!

জগবন্ধু। না—না—আমি যেতে পারব না, আমি যাব না—

ব্যস্তভাবে চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। বাবা—

জগবন্ধু। (বাধা দিয়া) তোমাকে আর বলতে হবে না বাবা! অনুর গানের মতোই তার কান্না আমার কানে ভেসে আসছে!

চন্দ্র। কিন্তু মা যে সেই গিয়ে আছ্‌ড়ে পড়েছেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

জগবন্ধু। এ্যাঁ!

চন্দ্র। মার অবস্থা দেখে তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না বাবা! এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার—

জগবন্ধু। দরকার? তা ডাক'—আর যদি নাও ডাক' তা হলেও ক্ষতি নেই! ওঁর যদি সুকৃতি থাকে তাহ'লে এ জ্ঞান ডাক্তার

বস্তিতে আর ফেরাতে পারবে না! আর যদি আমার অনুর দ্বাদশীর জলখাবার গুছিয়ে দেওয়ার পাপ ওঁর কপালে লেখা থাকে—তা হলে জ্ঞান আবার ফিরে আসবে! ডাক্তার ডাকতে হবে না বাবা! ডাক্তার ডাকতে হবে না!

তৃতীয় দৃশ্য

রাখাল মজুমদারের বাটীর একটী কক্ষ

সুরেশ ও রাখাল একটী বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন

রাখাল। মেয়েটা বিধবা হলো! যেদিন ঐ ক্ষয়কেসো রামদুলালের সঙ্গেই ওর বিয়ে দিলে, সেইদিনই আমি এই ভয় করেছিলাম! যাক বাবা, তুমি যে বিলেত না f য়ে ফিরে এসেছো—এই ভাল। পাছে ওরা নগদের দরুণ টাকা কটা চেয়ে বসে, এই ভয়টা আমার বড্ডই ছিল। তুমি যদি মেয়েটা বিধবা হওয়ার আগে ফিরে আসতে তাহলে হয় তো টাকা চেয়ে বসতো। যাক্—সে বিষয় এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

সুরেশ। জগবন্ধুবাবুব শুনেছি বড় অসুখ। শয্যাশায়ী হয়ে আছেন—

রাখাল। তাতো হবারই কথা বাবা! অমন ফুলের মত মেয়ে হঠাৎ বিধবা হলো! পনেরটা দিনও গেল না!

সুরেশ। আমাদের তো এসময় একবার যাওয়া উচিত—

রাখাল। যাওয়া উচিত? তুমি বল্‌ছো?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ; আমিই তো এর জন্য দায়ী—

রাখাল। তা হ্যাঁ, দায়ী বৈকি! তা এখন আর সে সব কথা কেন?

সুরেশ। না বাবা, আমি একবার তাঁকে দেখতে যাব।

রাখাল। না না—সে কি !

সুরেশ। হ্যাঁ বাবা। আমি যখন কলকাতায় গিয়ে শুনলুম, যে আমার পাশপোর্ট আর স্কলারশিপ্ পেতে এখনো দেরী আছে। তখন আমার বন্ধুবান্ধবদের এ কথা বললুম। তারা শুনে বল্লে—আমি এর জন্যে দায়ী। আর আমায় এর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বাবা আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করবো—

রাখাল। প্রায়শ্চিত্ত করবে ? মানে ?

সুরেশ। আমি স্থির করেছি, জগবন্ধুবাবু্ যদি রাজী হন, আমি অনুপমাকে বিয়ে করবো।

রাখাল। সে কি !

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। জগবন্ধুবাবু যদি রাজী হন—

রাখাল। ও কথা আর মুখে এনো না—এবার একটা বিয়ে-থাওয়া করে, যাহোক একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নাও।

সুরেশ। কিন্তু অনুপমাকে বিয়ে কর্‌লে দোষ কি বাবা ?

রাখাল। আবার বলে দোষ কি ? আমি বাপ আমার কাছে ও প্রস্তাব করতে তোর লজ্জা করছে না ? পাজী হতভাগা কোথাকার ! এর নাম লেখাপড়া শিখেছ ?

সুরেশ। লেখাপড়া শিখেছি বলেই তো, যে পাপ করেছি, বিবেক তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে বাবা !

রাখাল। বিবেক ! যেদিন বাপের মুখে চুণকালী দিয়ে, গায়ে হলুদের পর বিলেত যাবার ছুতো করে পালিয়েছিলি, সেদিন তোর এ বিবেক-বিবেচনা ছিল কোথায় রে হতভাগা ?

সুরেশ। সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় বাবা !

রাখাল। তাই পাশপোর্ট আর স্কলারশিপের টাকা জুট্‌লো না বলে

ফিরে এলে কেমন ? কিন্তু গাঁ শুদ্ধ লোকের কাছে আমার মাথাটা যে হেঁট করে দিয়ে গেলে, সেটা ত একবার ভাবলে না ?

সুরেশ। আমায ক্ষমা করুন বাবা ? আপনাদের অবাধ্য হয়ে আমি যে অন্যায় করেছি, তার শাস্তি আমি পেয়েছি। আমায় প্রায'শ্চত্ত করতে দিন—

রাখাল। প্রায়শ্চিত্ত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে! বিধবা বিয়ে করে প্রায়শ্চিত্ত! তোমার বন্ধুরা উচ্চশিক্ষিত মহাপণ্ডিত কিনা! তাই, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বিধান উল্টে দিযে বিধবা বিযে করে প্রাযশ্চিত্ত করার বিধান দিযেছে। যাও—আমার সামনে আর ও কথা উচ্চারণ করো না।

সুরেশ। দোষ কি বাবা! দেশের বড় বড় মনীষীরাও তো এর অনুকূলে মত দিয়েছেন।

রাখাল। মত দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে সমাজ কি তাই মেনে নিয়েছে ? তা যদি নিতো—তাহলে বাঙ্‌লা দেশে বালবিধবার সংখ্যা আর দিন দিন বেড়ে যেত না।

সুরেশ। বিধবার সংখ্যা বাড়ার জন্য সমাজ দায়ী। শাস্ত্রকার উপলক্ষ। শাস্ত্রকারের দোহাই দিয়ে, সমাজের বুকের ওপর এই যে অন্যায়ের রোলার যুগের পর যুগ চলে আসছে—সামাজিক প্রয়োজনেই তার পরিবর্ত্তন দরকার বাবা! নইলে, অনুপমার মত হতভাগীদের যে আর কোন উপায় নেই!

রাখাল। তাই বলে তুমি বিধবা বিযে করবে ? বলি ঐ প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে জগবন্ধুবাবুর সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা করবে না ?

সুরেশ। পাপ করলেই তার প্রাযশ্চিত্ত আছে। অন্যায় করলেই তার শাস্তি আছে। প্রায়শ্চিত্ত করতে গিযে জগবন্ধুবাবু যদি আমায় শাস্তি দেন, আমি তা মাথা পেতে নেব।

রাখাল। তুমি আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যাও। মান গেল—সম্ভ্রম গেল! এখন জাত খুইয়ে বোষ্টম হতে যাচ্ছেন! কুলাঙ্গার কোথাকার!

সুরেশ। জাত যায়—একঘরে হয়ে থাকতে হয়, সেও স্বীকার। তবুও আমি জগবন্ধুবাবুর কাছে এই প্রস্তাব করবো—

রাখাল। তুমি যদি বিধবা বিয়ে কর, তাহলে এ বাড়ীতে তোমার আর স্থান নেই মনে রেখো!

সুরেশ। জানি বাবা! কিন্তু তবুও আমাকে জগবন্ধুবাবুর কাছে যেতে হবে।

রাখাল। সেখানে গেলে কি হবে জান? চাকর দিয়ে অপমান করে তোমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

সুরেশের প্রস্থান

ব্যাটা পাগল নাকি! এই কথা আবার জগবন্ধুবাবুর কাছে বলতে যাচ্ছে? ওরে ও সুরেশ—সুরেশ—

চতুর্থ দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর শয়ন কক্ষ।

জগবন্ধুবাবু রোগ শয্যায় শায়িত। মাথার শিওরে ছোট একটী আলমারীর উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি সাজানো। চন্দ্রের স্ত্রী জগবন্ধুবাবুকে বাতাস করিতেছিল, এমন সময়ে চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। আমায় ডাকছেন বাবা!

জগবন্ধু। হ্যাঁ। বস—

চন্দ্র একটী কেদারায় উপবেশন করিল

চন্দ্র। আজকে কেমন আছেন ?

জগবন্ধু। সেই একই ভাব—

চন্দ্রের স্ত্রী। আপনি যে ঔষধ আর একেবারে খেতে চাইছেন না বাবা, ডাক্তারেরা বল্‌ছে—নিয়ম করে ওষুধ না খেলে কি ক'রে সেরে উঠবেন ?

জগবন্ধু। সেরে ওঠ্‌বার ইচ্ছে নেই বলেই তো আর ওষুধ খাচ্ছি না মা! অনু আমার ঐ বেশে চোখের সাম্‌নে ঘুরে বেড়ায় এ যে আর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না। তোমার মায়ের পুণ্যি ছিল, তাই অনুর হাতের নোয়া খোলা তাঁর আর দেখতে হ'ল না।

চন্দ্র। সারাদিন এইসব ভেবে ভেবেই আপনি রোগটাকে আরও পাকিয়ে তুল্‌ছেন। একটু ভুলে থাক্‌বার চেষ্টা না করলে, রোগটাকে তাড়ানো যে শক্ত হবে বাবা!

জগবন্ধু। রোগ সারাবার জন্যে ইচ্ছে করে ত আর ভুল্‌তে পারব না বাবা! তবে যদি রোগের জ্বালায় সব ভুলে যাই, সে কথা আলাদা!

চন্দ্র। ডাক্তারেরা বল্‌ছে যে আপনি ভয়ানক দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন। অথচ সারাদিনে এক পোয়া দুধও খাচ্ছেন না—

জগ। না, আর খেতে পাচ্ছি না।

চন্দ্রের স্ত্রী। এখন একটু দুধ এনে দিই বাবা!

জগবন্ধু। না মা, তুমি তোমার কাজে যাও, চন্দ্র ত আছে আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে একটু গল্প করি। কখন আছি, কখন নেই, জরুরি কথাগুলো এই বেলা সেরে রাখি—

চন্দ্রের স্ত্রীর প্রস্থান

জগবন্ধুবাবু বালিশের তলা হইতে একটি উইল বাহির করিয়া চন্দ্রের হাতে দিলেন

চন্দ্র এটা পড়ে দেখ।

চন্দ্র। (উইল দেখিয়া) এ কি! আপনি উইল করেছেন যে!

জগবন্ধু। হ্যাঁ বাবা উইল করেছি। নিজের শরীরের ওপর আর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। তাই, উইলটা করে রাখলাম।

চন্দ্র। কিন্তু দশ হাজার টাকা একটা বিধবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

জগ। বাংলা দেশের হিঁদুর ঘরের বিধবার পক্ষে ঐ টাকাটা কিছুই নয় বাবা! সামাজিক অনুশাসন আর নিয়ম-কানুন ওঁরা মেনে চলেন বলেই ওঁদের পরমায়ু হয় অখণ্ড! যেন ঘড়ির কাঁটা—টিক্ টিক্ করে ঘুরেই চলেছে। এমনি করে অনু আমার কতকাল বাঁচবে কে জানে? সেই জন্যেই সব দিক বিবেচনা করে তাকে হয়ত কিছু বেশী টাকাই দিয়ে গেলাম। আর দুর্ভাগ্যের বোঝা যদি তাকে বেশীকাল বইতে না হয়, তা হ'লে তোমার টাকা তোমারই থাক্‌বে।

চন্দ্র। কিন্তু লিখিত্ পড়িত্ না করলেই কি আমি তাকে অনাদর অযত্নে রাখতাম বাবা?

জগ। তা হয়ত রাখতে না, কিন্তু মানুষের মন ভয়ানক ঠুন্‌কো! কাঁচের মত, ভাঙ্‌লে আর জোড়া লাগে না! তাই মনটাকে শক্ত করবার জন্যে একটা বাঁধনের দরকার। উইলটা এখন তোমার কাছে রেখে দাও।

উইল হস্তে চন্দ্রের প্রস্থান

ভোলার প্রবেশ

ভোলা। বাবু, সুরেশবাবু এসেছেন—

জগ। কে সুরেশ?

ভোলা। আজ্ঞে রাখাল মজুমদারের ছেলে—

জগ। সে আবার কেন? তাকে বলে দে বাবুর অসুখ, দেখা হবে না—

ভোলা। আজ্ঞে সে কথা বলেছি। ব'ললেন, অসুখ শুনেই তাঁকে দেখতে এসেছি।

জগ। না না—তুই ব'লে দে, বাবু ব'ল্লেন দেখা হবে না—

ভোলা। আচ্ছা, সেই কথাই বলে দিইগে।

ভোলার প্রস্থান

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। জ্যাঠামশাই, আমি জানি আপনি দেখা করবেন না। আর আমার আসাও উচিত নয়—তবুও এলাম।

জগ। কি বল্‌তে চাও?

সুরেশ। আমি শুধু ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমায় ক্ষমা করুন। যে অন্যায় আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিন জ্যাঠামশায়!

জগ। আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বল্‌তে চাইছ?

সুরেশ। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে—

জগ। কি বল?

সুরেশ। আপনি যদি অনুপমার আবার বিয়ে দেন, তাহ'লে আমি—

জগ। এ্যাঁ—কি বলছো?

সুরেশ। আপনি যদি অনুপমার আবার বিয়ে দেন—

জগ। তুমি! তুমি! তুমি অনুপমাকে বিয়ে করবে?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জগ। সুরেশ! সুরেশ! তোমায় কি আমি বিশ্বাস করতে পারি? তোমার কথায় কি আমি ভরসা করতে পারি?

সুরেশ। আপনি যদি আমায় এ ভুল সংশোধনের সুযোগ দেন, তাহ'লে

জানবো যে আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন—জ্যাঠামশায়! (পদতলে বসিয়া পড়িল)

জগ। তোমার কথা শুনে আমার আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে বাবা! এ ক'দিন যে পৃথিবীটাকে অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল—আজ মনে হচ্ছে, যে সে পৃথিবীর আলো একেবারে নিঃশেষিত হয়নি! কিন্তু বাবা যখন আসবার তখন এলে না—আজ আমি নিরুপায়!

অনুপমার প্রবেশ

পরণে থান কাপড়, মাথায় কাপড় নাই, হাতে চরণামৃত

অনু। বাবা!

সহসা সুরেশকে দেখিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া প্রস্থানোদ্যত

জগ। যেও না মা! সুরেশ এসেছে। সুরেশ বলছে—সে অন্যায় করছে—সে অনুতপ্ত। যে ভুল সে করেছিল,আজ তা সংশোধন করতে চায় মা! তুমি যদি মত কর—

অনু। ওঃ বুঝেছি! ছেলেবেলায় যে পুতুল খেলা করেছি—সে খেলা ঘর তো ভেঙ্গে গেছে—আজ আবার সে কথা কেন বাবা? আজ সে কথা শুনলেও যে পাপ হয়!

সুরেশ। তাহ'লে আসি আমি জ্যাঠামশায়—

জগ। আচ্ছা, এস বাবা—আমি তোমায় পরে জানাবো।

সুরেশের প্রস্থান

অনু। বাবা!

জগবন্ধুকে চরণামৃত পান করাইল

জগ। পূজো হয়েছে মা?

অনু। হুঁ!

জগ। জল খেয়েছো ? (অনুপমা জবাব দিল না। চুপ করিয়া রহিল) কি ? এখনও জল খাও নি ? (অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল না) এত বেলা পর্য্যন্ত জল খাও নি কেন মা ? কি বৌমা জল-খাবার হাতে করে দেন্‌নি ?

অনু। বৌদি দিতে এসেছিলেন, আমি খাইনি।

জগ। কেন খাওনি ?

অনু। আজ যে একাদশী বাবা !

জগ। একাদশী ! একাদশী ! এ সংসারে ও পাট্‌টা আমাদের একেবারেই ছিল না কিনা মা ! তাই সব সময়ে মনে রাখতে পারি না। কিন্তু তুই কচি মেয়ে, তোর কি একাদশীর দিন নিরম্বু উপোস করে থাকতে আছে ? আমি বল্‌ছি, যা হোক্ কিছু মুখে দিগে মা !

অনু। তা হয় না বাবা !

জগ। (কাঁদিয়া) হাতের গুলো খুলে ফেল্‌লি, এমনি করে উপবাস করতে আরম্ভ করলি ! কিন্তু আমি যে আর এসব চোখে দেখতে পারি না মা !

অনু। কিন্তু কি করবো বাবা ! লোকে বলে, ইহকাল যার নেই—পরকালের কাজ নাকি তাকে করতে হয়—

জগ। কিন্তু একে কি পরকালের কাজ করা বলে মা ? এ যে আমার ওপর অভিমান ক'রে শাস্তি ভোগ করা ! তাই ত বল্‌ছি আর অমত করিস্‌নে মা ! আমি থাকতে থাক্‌তে তোর আবার বিয়ে দিয়ে যাই।—

অনু। ছি ছি ! তা কি হয় বাবা ? ধর্ম্ম যাবে যে ?

জগ। অনেক ভেবে দেখলাম মা ! দুবার বিয়ে দিলেই ধর্ম্ম যায় না। বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের এ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ নেই। বরং এমন করে নিজের মেয়েকে খুন করলেই ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা।

অনু। তা হয় না বাবা—

জগ। খুব হয় মা!

অনু। তাহ'লে আমার ইহকাল, পরকাল দুকালই যে গেল!

জগ। কিছুই যায়নি, কিছুই যাবে না, মনে কর তুমি যদি গুণবান্ স্বামী লাভ কর, তাহ'লে তো দুকালেরই কাজ করতে পারবে মা!

অনু। একা কি হয় না বাবা?

জগ। না মা! একা হয় না। অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা তা হয় না। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিলেও, একটা সামান্য কোন কাজ করতে গেলেও—তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। স্বামী ভিন্ন, তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে মা? আর তা ছাড়া কি দোষে তোমার এত শাস্তি মা? (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

অনু। (মাথা হেঁট করিয়া) এ আমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল!

জগ। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল! তাই যদি হয়, তবুও তোমার একজন অভিভাবকের দরকার মা! আমার অবর্ত্তমানে কে তোমাকে দেখবে?

অনু। দাদা দেখ্‌বেন।

জগ। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি তোমায় না দেখে? সে তোমার মার পেটের ভাই নয়, আর তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, তার মনও ভাল নয়। এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে মা! বাপ হলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে কথা আমার বলা উচিত। মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক এক রকমই থাক্‌বে, তা কেউ বল্‌তে পারে না। বিশেষ করে যৌবনে প্রবৃত্তিগুলো সর্ব্বদা বশে রাখতে মুনিঋষিরাও সমর্থ হন্ না।

অনু। কিন্তু জাত যাবে যে!

জগ। না মা! জাত যাবে না, আমার সময় হয়ে আসছে—আমার কথা শোন্ মা! আমার যত সময় হয়ে আস্‌ছে—ততই চোখ ফুট্‌ছে!

অনু। যখন চোখ কান বন্ধ করে আমাকে বলিদান দিলে,তখন আমাদের জাত গেল! আর এখন জাত যাবে না?

জগ। তুই কি সেই অভিমানেই আমার ওপর এই প্রতিশোধ নিচ্ছিস্ মা?

অনু। প্রতিশোধের কথা মনে ঠাঁই দিই নি বাবা! কিন্তু এ আমাকে করতেই হবে।

জগ। এই বয়েসে, এই বেশে, এমনি করে নির্জ্জলা একাদশী তোমায় কর্‌তেই হবে?

অনু। হ্যাঁ। (প্রস্থানোদ্যত)

জগ। অনু—আমায একটু হাওয়া কর মা, হাওয়া কর—

অনু। (জগবন্ধু বাবুকে ধরিয়া) কি হ'ল বাবা! কি হলো?

জগ। আমার বুকটা কেমন করছে—আমার আশীর্ব্বাদ! মা আমার আশীর্ব্বাদ! ওরে চন্দরকে ডাক্, চন্দরকে ডাক্, তাকে বলে যাই—

অনু। (উচ্চৈস্বরে) দাদা! দাদা! শিগ্‌গীর এসো—শিগ্‌গীর এসো—বাবা কি রকম করছেন!

ব্যস্তভাবে চন্দ্র ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ

চন্দ্র। কি হল? কি হল? (চন্দ্রের স্ত্রী জগবন্ধুকে বাতাস করিতে লাগিল)

অনু। (বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে বাবা কি রকম হ'য়ে গেলেন!

চন্দ্র। (স্ত্রীর প্রতি) চট্ করে একটু গরম দুধ নিয়ে এস—

প্রস্থানোদ্যত

জগ। (বাধা দিয়া) না মা, অনুর সঙ্গে আজ আমারও একাদশী!

মৃত্যু

পঞ্চম দৃশ্য

৺দুর্ল্লভ বসুর বাটী—ললিতের ঘর

রঘু আসবাবগুলি মুছিতে ছিল ও ললিতের সহিত কথা কহিতেছিল

ললিত। দেখ্‌লে তো রঘুদা জগবন্ধুবাবুর শ্রাদ্ধে চন্দ্র আমাদের নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলে না? জানি ও আমাদের বিষ নজরে দেখে। এখন আমাদের পাশাপাশি বাস করাই মুস্কিল হবে! যত রকমে পারে ও আমাদের শত্রুতা করবে—তুমি দেখে নিও।

রঘু। হ্যাঁ শত্রুতা করলেই হলো আর কি! গাঁয়ে যেন আর মানুষ নেই! ও সব তুমি কিছু মনে করো না।

ললিত। মনে না করে যে উপায় নেই রঘুদা! ওর যে রকম মুখ, মিথ্যে সাজস্ ছুটুবেছুট বল্‌তে তো আর কিছু বাঁধে না।

রঘু। না না, ও ভয় করো না—

ললিত। ঐ ভয়টাই আসল ভয় রঘুদা! আমার মনে হয়, মাও বোধ হয় ঐ ভয়েই কাশী পালিয়েছিলেন।

রঘু। না না। তোমার ঐ রকম হলো, তাই মাঠাকরুণ মনের দুঃখে—

ললিত। মনের দুঃখে নয় রঘুদা—চক্ষু লজ্জায়। আমার জন্যে লজ্জায় তিনি কাশী চলে গিয়েছিলেন। পাছে পাঁচজনের পাঁচ কথা তাঁকে কানে শুনতে হয়, তাই। মানুষের জিভের বিষ সাংঘাতিক বিষ রঘুদা— ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে। তাইতো জেল থেকে বেরিয়ে সোজা কাশীতে পালিয়েছিলাম। কিন্তু তা হলো না। বিশ্বনাথের মন্দিরে মার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মা বল্লেন, তুই যদি না যাস্ তাহলে আমারও বাড়ী যাওয়া হয় না বাবা! তাই মার জন্যেই আবার ফিরে আসতে হলো!

রঘু। ভালই করেছ, নইলে কি আর মাঠাকরুণকে ফিরিয়ে আনা যেতো ?

ললিতের মায়ের প্রবেশ

ললিতের-মা। বাবা রঘু—

রঘু। কি মা ?

ললিতের-মা। এই দশটা টাকা রেখে দাও (টাকা দিয়া) আজকে বাজার থেকে কিছু ফল মিষ্টি কিনে এনো তো ?

রঘু। এই দশ টাকারই ?

ললিতের মা। হ্যাঁ—

রঘু। অত ফল মিষ্টি কি হবে মা ?

ললিতের মা। কাল থেকে অম্বুবাচি পড়বে, আমারও দরকার, আর মনে করছি—অনুপমার জন্যেও কিছু ফল মিষ্টি ওদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। আহা! মেয়েটার বড় কষ্ট, একাদশী নেই দ্বাদশী নেই, দুটি বেলা আগুনের তাতে মেয়েটাকে রাঁধতে হয়।

ললিত। বল কি মা!

ললিতের মা। হ্যাঁ বাবা। আর দেরী কর না রঘু—তুমি যাও বাবা—

রঘুর প্রস্থান

তার ওপর ভাই ভাজের—নিত্যি ঝ্যাঁটা লাথি তো লেগেই আছে। কচি মেয়ে একাদশীর দিন জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেয় না! ঐ বয়সে হাতে দু'গাছি সোণার চুড়িও রাখবার কথা,তা পর্য্যন্ত খুলে ফেলেছে! থান ছাড়া একখানা ধুতিও পরে না!

ললিত। এই ক'দিনেই এত পরিবর্ত্তন! অথচ এই মেয়েই ক' মাস আগে, দুর্গেশনন্দিনী বই পড়ে, বীরেন্দ্র সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ বলে মাথা খারাপ করে ফেলেছিল! আর তার চোখে সে বীরেন্দ্র সিংহ দেখে-

ছিল। ঐ সুরেশকে তার সর্ব্বদাই ভয় ছিল মা ; এই ললিত বোসই না তার মিলনের পথে অন্তরায় ঘটায় ! তাই আমার নাম দিয়েছিল কি জানো মা ? আমার নাম দিয়েছিল—কত্‌লু খাঁ। এই কত্‌লু খাঁও বেঁচে থাক্‌লো,রাখাল মজুমদারের ছেলে সুরেশ, ওরফে বীরেন্দ্র সিংহও বেঁচে থাকলো, মাঝ থেকে বিধবা হ'ল অনুপমা !

ললিতের মা। কি বল্‌ছিস্ বাবা ?

ললিত। ঠিকই বল্‌ছি মা। রঘুদা বলে গাঁয়ের লোকে তার নামে নাকি বদ্‌নাম দেয়। তা দিক্। আমি জানি সে ষোল আনাই খাঁটি।

ললিতের মা। ও বাড়ীর বউ, মেয়েটাকে কি বলাই বল্‌ছে বাবা ! মেয়েটার কিন্তু খুব সহ্য। একটা কথারও জবাব দেয় না !

ললিত। এই হয় মা, এই হয় ! যে যত অসহ্য, ভগবান তাকে দিয়েই তত সহ্য করান। কিন্তু অম্বুবাচির ফল মিষ্টি তুমি একটু ভেবেচিন্তে পাঠিও মা ! চন্দর লোক সুবিধে নয়।

ললিতের মা। সবই জানি। কিন্তু এ যে আমার কর্ত্তব্য বাবা ! আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকত, এ কাজ ত তা হ'লে সেই-ই হাতে করে করত। তেমনি ও আমায় জেঠি-মা বলে ডাকে। ওর মায়ের কাজ, এ যে আমায় করতেই হবে—

ললিত। জগবন্ধুবাবুর মেয়েকে কিন্তু এমন নিঃস্ব ক'রে রেখে যাওয়া উচিত হয় নি—

ললিতের মা। তিনি নিঃস্ব ক'রে রেখে যান নি। চন্দরই তাকে নিঃস্ব করে তুলেছে !

ললিত। সে কি !

ললিতের মা। হ্যাঁ। শুন্‌লাম জগবন্ধুবাবু অনুর আবার বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু অনু তাতে রাজী হয়নি।

ললিত। জগবন্ধুবাবু বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অনু রাজি হয় নি?

ললিতের মা। হ্যাঁ! অনু রাজী হয়নি। বলেছিল হিঁদুর ঘরের মেয়ের একবারই বিয়ে হয়।

ললিত। অথচ, এই অনুপমাই একদিন বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুতে নিজের বৈধব্য কল্পনা করে ডুবে মরতে গিয়েছিল! আর আজ সেই অনুপমাই বৈধব্যের সকল যন্ত্রণা সহ্য করছে!

ললিতের মা। জগবন্ধুবাবু নাকি দশ হাজার টাকাও ওর নামে রেখে গেছেন—

ললিত। তবুও ওরা অনুকে কষ্ট দেয় কেন?

ললিতের মা। সে যে ডাইনীর কোলে পুত্র সমর্পণ হয়েছে বাবা! সব টাকাই ত এখন চন্দরের হাতে। লোকে কথায় বলে, বাপ না ম'লে সৎমাকে চিন্‌তে পারা যায় না। তেমনি, জগবন্ধুবাবু না মরা পর্য্যন্ত অনুও বোধহয় তার সৎভাইকে চিন্‌তে পারেনি। অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল ততদিন, যতদিন তার বাপ মা বেঁচে ছিল।

ললিত। সে কথা সত্যি। কিন্তু আজ কি অনু তার ন্যায্য টাকা তার দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে না?

ললিতের মা। হয়ত পারে। কিন্তু টাকাই ত সব নয়, দাঁড়াবে কার কাছে?

ললিত। কেন? তুমি কাছে নিয়ে রাখতে পার না মা?

ললিতের মা। তা কি হয় বাবা? ঐ রকম বিধবা মেয়েকে কি ঘরে এনে রাখা যায়। আত্মীয় স্বজন হলেও না হয় একটা কথা ছিল। প্রতিবেশী সম্পর্কে তাকে আস্‌তেই বা বলি কি করে? লোকে নিন্দে করবে যে!

ললিত। কিন্তু ওর দাদা ঐ পাষণ্ডটা যে দুবেলা উঠতে বসতে ঝাঁটা লাথি মারছে! তার জন্যে তো কেউ ওকে নিন্দে করে না মা?

ললিতের-মা। এই আমাদের দেশাচার!

ললিত। দেশাচার—দেশাচার আমি মানি না! কিন্তু কি করবো অনুপমাও যদি আজ রাজী হতো! উপায় নেই—উপায় নেই!

ললিতের-মা। সত্যিই উপায় নেই! ওর কথা মনে ঠাঁই দেওয়াও যে পাপ বাবা!

ললিত। তা জানি মা! তার কথা আমি মনে ঠাঁইও দিই না। তবে কি জান মা, ভুলবো ভুলবো মনে করেও ভুলতে পারি না—ঘুরে ফিরে বার বার যেন ঐ কথাই মনে হয়—যেন নিয়তির মত টানে ঐ পাঁচিলটা! যেন বার বার আকর্ষণ করে! ওর সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে মা!

ললিতের-মা। কিন্তু আমার অনুরোধ, ও পাঁচিলে তুই আর উঠিসনে ললিত—

ললিত। চেষ্টা করবো মা। কিন্তু নিয়তি কেন বাধাতে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

অনুপমার কক্ষ

অনুপমা একটী অর্দ্ধ মলিন শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার চোখমুখ শুষ্ক। দৃষ্টি উদাস। ভোলার প্রবেশ

ভোলা। দিদিমণি!

অনু। কেন রে?

ভোলা। সন্ধ্যে হতে চললো যে! কাল থেকে কিছু খাওনি, মুখে কিছু দেবে না?

অনু। তোকে না আমি একদিন বারণ করে দিয়েছি—আমার খাওয়ার জন্যে তুই এত ব্যস্ত হোস্‌নে?

চন্দ্রের স্ত্রী। পারবে না? তবে সবাই উপোষ করুক—

অনু। কেন? আমি ছাড়া কি আর কেউ নেই? এবেলা তুমি রেঁধে দাওগে না?

চন্দ্রের স্ত্রী। আমি রাঁধবো! আমার ব'লে মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়! একটা কবিরাজ চব্বিশ ঘণ্টা আমার পেছনে লেগে আছে—আর আমি যাব কিনা, আগুনের তাতে রাঁধতে?

অনু। তবে সবাইকে উপোস করতে বলগে যাও—

চন্দ্রের স্ত্রী। বেশ, তাই যাই—তোমার দাদাকে একথা জানাই গে। সকাল থেকে পূজা-আচ্ছার দোহাই দিয়েই ত বেলা বারোটা পর্য্যন্ত কাটালে, তারপর একটু রেঁধে দিয়ে, শরীর খারাপ হয়েছে বলে ছুতো করে পড়ে রইলে—

অনু। বৌ! আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নই যে, যা মুখে আস্‌বে তাই বল্‌বে! দাদাকে আমি এ সব কথা জানাব। আর আমার সহ্য হয় না!

চন্দ্রের স্ত্রী। তাই যাও—জানাও গে যাও। তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক্।

অনু। তা জানি। দাদা ভাল হ'লে কি আর তোমার এত সাহস হয়?

চন্দ্রের স্ত্রী। কেন তিনি তোমার কি করেছেন শুনি? খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, আবার কি করবেন? সত্যি সত্যি তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে, তোমাকে মাথায় করে ত আর রাখতে পারেন না! এর জন্যে মিথ্যে রাগ করলে চল্‌বে কেন?

অনু। দেখ বৌ, সহ্যের একটা সীমা আছে। দাসী বাঁদীর মত তোমার সংসারে খাটি! তার ওপর খাওয়ার খোঁটা দাও? অদৃষ্ট মন্দ! তাই ঝাঁটা লাথি খেয়েও তোমার সংসারে পড়ে আছি।

চন্দ্রের স্ত্রী। কে তোমায় ঝাঁটা লাথি মেরেছে—শুনি? সন্ধ্যে হতে চললো—খাবার-দাবারের কোন যোগাড় নেই, তার ওপর নিজের অসুখ, তাই বলেছি—ঠাকুরঝি, রান্নার ব্যবস্থা কর। এতেই এত কাণ্ড! বলি খাওয়ার আর কি খোঁটা দিয়েছি? এ সংসারে না খেয়ে কে আছে?

অনু। না খেয়ে কেউ নেই বৌ, তা জানি। কিন্তু দাদা কি আমাকে অম্‌নি খেতে দেন? তিনিও যে বাপের টাকায় খান, আমিও সেই বাপের টাকায় খাই।

চন্দ্রের স্ত্রী। বাপের টাকায় খাও? তা যদি হ'ত তাহলে বাপ আর তোমায় পথের কাঙ্গাল করে যেত না!

অনু। পথের কাঙ্গাল করে তিনি ত যান নি! পথের কাঙ্গাল করেছ—তোমরা! গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যান্ নি। সে টাকা দাদা চুরী না করলে—আজ আমাকে আর তোমার মুখনাড়া শুনতে হ'ত না!

চন্দ্রের স্ত্রী। কি? গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে উনি চোর? তবে একথা ওঁকে জানাব?

সহসা ভোলা ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন! নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনুপমাকে জানাইল

ভোলা। আমাকে বাঁচাও দিদিমণি—আমাকে বাঁচাও—

অনু। কি হল রে? কি হল?

ভোলা। মেরে ফেলেছে! দাদাবাবু আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে!

চন্দ্র পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, ভোলাকে জুতাশুদ্ধ লাথি মারিলেন

চন্দ্র। আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌ব—

পুনরায় পদাঘাত করিলেন

অনু। দাদা করছ কি? মরে যাবে যে?

চন্দ্র। যাক্ মরে। ও মনে করেছে কি? বলি, আমি কি কিছু টের পাই না? আমার সংসারে আমি এত পাপ বরদাস্ত করব না! আজ বেটাকে একেবারেই মেরে ফেল্‌ব। আর তোকেও আজ মেরে ফেলতাম—শুধু তুই মেয়েমানুষ ব'লে বেঁচে গেলি! বাবা তোকে যে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে আজই তুই আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা—

অনু। (আশ্চর্য্য হইয়া) সেকি!

চন্দ্র। কিছুই নয়, আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হয়ে যাও—বাইরে গিয়ে যা খুসী কর্‌গে—

অনু। দাদা তুমিও শেষে!

চন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইরে গিয়ে যা খুসী কর্‌গে যা—বাড়ীতে ওসব বরদাস্ত করব না—

বেগে প্রস্থান

অনু। বেশ। তাই যাব—

চন্দ্রের স্ত্রী। কোথায় যাওয়া হবে? শুনি?

অনুপমা নিরুত্তর

ভোলার সঙ্গে নাকি?

অনু। না। তোমরা যা মুখে উচ্চারণ করলে পাপ মনে কর না, আমি সে কথা কানে শুনলেও পাপ মনে করি—

চন্দ্রের স্ত্রী। তাই নাকি? বলি কানে শুন্‌লে তো পাপে গলে খসে পড়! কিন্তু পুরণ কর্‌লে কি হয় জান?

অনু। জানি। অনন্ত নরক!

চন্দ্রের স্ত্রী। বলি এবার ভোলার সঙ্গে কি সেটাই ভোগ করতে যাচ্ছ? গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভোলা অদূরে বসিয়া ক্ষতের রক্ত মুছিতে'ছিল চন্দ্রের স্ত্রীর কথায় সে আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না।

ভোলা। বৌদিদি আর বল না—দিদিমণিকে তোমরা আর এমন করে বল না! সত্যি একথা শুনলে পাপ হয়! তোমাদের পাপপুণ্যির ভয় নেই—কিন্তু আমরা মুখ্যু চাষা. আমাদের আছে—

চন্দ্রের স্ত্রী। কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো। বাড়ীর লোকের আস্কারায় তোর যে বড় চোপা হয়েছে? বেরো বলছি হতচ্ছাড়া—বেরো—

প্রস্থান

ভোলা। যাচ্ছি। পুরোনো মনিব, জবাব না পেলে তো যেতে পারি না। তাই, জুতো খেয়েও বসেছিলাম। জবাব যখন দিলে, তখন বাঁচলাম!

গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দেখিল ঘরে অনুপমা নাই!
চন্দ্রের স্ত্রীও চলিয়া গিয়াছে।

দিদিমণি! দিদিমণি! দিদিমণি কোথায় গেল? দিদিমণি—দিদিমণি—

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

জগবন্ধুবাবুর বাটীর খিড়্কীর পুকুর। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুপমা কলসী কাঁকালে করিয়া ধীরে ধীরে পুকুরের শান বাঁধান ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ রব শোনা যাইতেছে ও জোনাকীর ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছে।

অনু। বাবা! তোমার অনুপমা আজ কলঙ্কিনী! আজ তুমি নেই, মা নেই, আজ আমার কেউ নেই! দাদা বাড়ী থেকে বিদায় করে দিয়েছেন! কোথায় যাব? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? তোমার কাছে যাচ্ছি, ঠাঁই দিও—

সহসা ভোলার প্রবেশ

ভোলা। দিদিমণি—দিদিমণি—

অনু। (সভয়ে) কে?

ভোলা। আমি—

অনু। (ভয়ে চীৎকার করিয়া) তুই আবার এসেছিস্? ওরে তোর পায়ে পড়ি, তুই যা—তুই যা—

ভোলা। যাচ্ছি দিদিমণি, যাচ্ছি। শুধু তোমায় জানাতে এলাম, কর্ত্তাবাবু মা-বাপ মরা এতটুকু যে ভোলাকে এনে মানুষ করে-ছিলেন—সে ছিল তোমাদের সংসারের কেনা গোলাম। আজ সেই কেনা গোলামের ছুটী মিলেছে দিদিমণি! আজ আমি চলে যাচ্ছি—শুধু যাবার সময় তোমায় একটা গড় করতে এলাম, আর জানাতে এলাম মা-বাপমরা ছোটভাইকে যে বড়বোন মানুষ করে—সে ছোট ভাইয়ের কাছে মা-বোন দুই-ই। দাদাবাবু যাই বলুক, আমার কাছে তুমিই আমার মা! মা! মাগো! যাবার

আগে তোমায় আমি আর একবার গড় করি—আর একবার গড় করি—

প্রণাম করিয়া ভোলা উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। অনুপমা উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল

অনু। হে পৃথিবী! তুমি ত শুন্‌লে! তুমি সাক্ষী! তোমায় সাক্ষী রেখে আমি বিদায় নিচ্ছি—

অনুপমা আঁচলের সহিত শক্ত করিয়া কলসী বাঁধিতে লাগিল। অপরদিকে ললিত ধীরে ধীরে পাঁচিলের উপর উঠিল। দেখিল, অন্ধকারে পুকুর ঘাটে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে

ললিত। অসময়ে পুকুর ঘাটে কে?

অনুপমা চম্‌কাইয়া উঠিল

অনু। একি! কে? না, আর নয়—মা—মাগো!

অনুপমা কলসী বাঁধা অবস্থায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল

ললিত। কে? কে জলে ঝাঁপ দিলে? অনুপমা না? অনু—

ললিত পাঁচিল হইতে লাফাইয়া পড়িল ও পুকুর ঘাটে ছুটিয়া আসিল। দেখিল, তখন শান্তজলে আলোড়ন সুরু হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ললিতও পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল। পল্লীপথের করুণ বাঁশীর রেশ ভাসিয়া আসিল। পরে ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ ক্ষীণ আলোক-রশ্মি পুকুর ঘাটে দেখা গেল। ললিত তখন অনুপমাকে জল হইতে তুলিয়াছে। দেখা গেল, অনুপমা হাঁপাইতেছিল।

ললিত। (অনুপমাকে নাড়া দিয়া) অনু—অনু—

অনু। এবার আমায় মরতে দাও—এবার আমায় মরতে দাও—তোমার দু'টীপায়ে পড়ি—আর আমায় বাঁচিয়ো না—

ললিত। জীবন-ভোর শুধু মরণেরই খেলা খেল্‌লে অনু?

অনু। আমার অদৃষ্ট! নইলে লোকে চায় বাঁচতে, আর আমি চাই মরতে—

ললিত। কেন মরতে চাও অনু?

অনু। আমার আর বাঁচা হয় না—আমার কলঙ্ক রটেছে—

ললিত। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে অনু—

অনু। তবু সে চাঁদ! তার আলো আছে, আমার নিষ্প্রভ জীবনে কই, সুখ কি?

ললিত। কিন্তু মরণেই কি কলঙ্ক যায় অনু?

অনু। যাক্ না যাক্, আমি ত শুনতে আসব না—

ললিত। কেন তুমি আমার কাছে এলে না? কেন তুমি আমায় বল্লে না,

অনু। সে তো আরও খারাপ হ'ত।

ললিত। কি খারাপ হত অনুপমা? বোনের মত এসেও কি আমার কাছে থাকতে পারতে না?

অনু। (সোৎসাহে) বোনের মত? তবে তুমি একথা এতদিন বলনি কেন?

ললিত। বল্‌বার চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ পাইনি বোন্।

অনু। জেঠিমাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বোলো—যে অনুপমার উপোসের ভাবনা আর তাঁকে ভাবতে হবে না—সে মরেছে!

ললিত। অনুপমা—অনুপমা—বোন—

অনু। দাদা!

মৃত্যু

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।